ছয় মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদন

জানুয়ারি-জুন ২০১৭

০১ জুলাই ২০১৭

সূচীপত্র

সূচনা ৩
ছয় মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ৪
ক. রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ১০
রাজনৈতিক সহিংসতা ১০
নির্বাচনী ব্যবস্থা ও স্থানীয় সরকার ১২
মানবাধিকার লংঘনের কারণে বিরোধী দলের নেতা কর্মীরা দেশ ছাড়ছেন ১৫
রাজনৈতিক বিবেচনায় মামলা প্রত্যাহার ১৫
খ. রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তির সংস্কৃতি ১৫
গুম ১৫
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ১৮
ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধ ২০
নির্যাতনে মৃত্যু ২০
গুলিতে মৃত্যু ২০
পিটিয়ে মৃত্যু ২০
নিহতদের পরিচয় ২০
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে নির্যাতন, অমানবিক আচরণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব ২০
কারাগারে মৃত্যু ২২
গ.মতপ্রকাশ ও সভা-সমাবেশ করার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং নিবর্তনমূলক আইন ২৩
সভা-সমাবেশ এর অধিকার ২৩
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ এবং ২০১৩) ২৬
সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ২৭
ঘ. গণপিটুনীতে মৃত্যু ২৯
ঙ. শ্রমিকদের অধিকার ২৯
তৈরি পোশাক শিল্প ২৯
অন্যান্য শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের পরিস্থিতি ৩০
চ. 'চরমপন্থা' ও মানবাধিকার ৩১
ছ. মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর হত্যাযজ্ঞ ও গণধর্ষণের অভিযোগ ৩২
জ. ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির মানবাধিকার লঙ্ঘন ৩৩
ঝ. নারীর প্রতি সহিংসতা ৩৪
যৌতুক সহিংসতা ৩৪
ধর্ষণ ৩৪
যৌন হয়রানি (বখাটেদের দ্বারা উত্ত্যক্তকরন) ৩৫
এসিড সহিংসতা ৩৫
ঞ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা ৩৬
ট. ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি ৩৬
সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন ৩৮
সুপারিশসমূহ ৩৮

সূচনা

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত সংক্রান্ত রোম সংবিধি, জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি, কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার, সিডোসহ বিভিন্ন সনদে অনুস্বাক্ষর করেছে। এরপরও নাগরিকদের ভোটের অধিকার কেড়ে নেয়াসহ ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন, দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক ব্যাপক বৈষম্যের কারণে বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় আছে। এই পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত থাকার আশংকা থেকেই যাচ্ছে। মানবাধিকার লংঘনের গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ তৃতীয়বারের মতো জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে, যা মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা এবং চলমান নিপীড়নকেই উৎসাহিত করছে।

অধিকার মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে কাজ করতে যেয়ে ২০১৩ সাল থেকে চরম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তথ্যানুসন্ধান, *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে *অধিকার* মাসিক প্রতিবেদনগুলো প্রকাশ করেছে। ২০১৭ এর প্রথম ছয় মাসে *অধিকার* এর প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোরই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এই প্রতিবেদন। সরকারের ক্রমাগত হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে *অধিকার* ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো। দেশী এবং আন্তর্জাতিক সমস্ত মানবাধিকার কর্মী ও সহযোগী সংগঠনগুলোর প্রতি *অধিকার* কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, যাঁরা মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার পেছনে সহযোগিতা করেছেন এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছেন।

ছয় মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসের বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকায় এই রিপোর্টের পর্যালোচনায় ২০১৭ এর পূর্ববর্তী কিছু কিছু বিষয় এসেছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র অস্বচ্ছ, বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক নির্বাচনের[১] পর থেকে সরকার সরকারী প্রতিষ্ঠানসহ জাতীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে চরমভাবে দলীয়করণ করেছে। সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল বিশেষত বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী এবং মানবাধিকার সংগঠনসহ প্রতিবাদী কণ্ঠগুলোকে নির্মমভাবে দমন-পীড়নের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়েছে। ২০১৭ এর প্রথম ছয় মাসে ও সরকারের দমন-পীড়ন লক্ষ্য করা গেছে। ২০১৪ এর নির্বাচনের পর থেকে অনুষ্ঠিত সবগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, সহিংসতা এবং ভোট জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে, যা এই ছয় মাসে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও অব্যাহত ছিল।

জনগণের কাছে দায়বদ্ধ না হওয়ায় এই সরকার নিপীড়ন-নির্যাতনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছে। এরা প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করছে। ফলে পুলিশ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় বাহিনীর কিছু সদস্য এবং ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা একরকম বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সারাদেশে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতা-কর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এই ছয় মাসেও অব্যাহত ছিল। রাজনৈতিক যে সব দুর্বৃত্তায়নের ঘটনা ঘটছে তার প্রায় সবগুলোই ঘটছে সরকারিদলের নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে। তারা বিরোধীদলের নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষের ওপর হামলা করেছে। এছাড়া বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিলকে কেন্দ্র করে অসংখ্য অন্তর্দলীয় কোন্দলের ঘটনায় হতাহতের ঘটনা ঘটেছে এই ছয় মাসে।

এই সময়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহত করা হয়েছে এবং বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীসহ সাধারণ মানুষের ওপর দমনপীড়ন অব্যাহত থেকেছে। বর্তমান সরকার বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের নেতাকর্মীদের গুম, হত্যা, নির্যাতন, মিথ্যা মামলা দায়ের, বিনা বিচারে আটকসহ বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনমূলক কাজে লিপ্ত রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া গ্রেফতার, গুম, হত্যা, নির্যাতন, হামলা-মামলা ছাড়াও বিরোধী নেতাকর্মীদের চাপে রাখার জন্য বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে সরকার। এ সমস্ত কাজে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরকার ব্যবহার করছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে বিরোধীদল বিএনপি'র নেতাদের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট থানাগুলোতে তিন পৃষ্ঠার ফরমে ৩২ টি সুনির্দষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য চেয়ে পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) চিঠি পাঠিয়েছে।[২] এরমধ্যে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে ২০ মে ভোরে ঢাকার গুলশানে অবস্থিত বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে কোন প্রকার পূর্ব নোটিশ ছাড়াই পুলিশ তল্লাশি চালায়। এই বিষয়ে পুলিশ বলেছে, সেখানে কোনো রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড চলছিল কিনা, কোনো ডকুমেন্ট রয়েছে কিনা তা দেখতেই এই তল্লাশী অভিযান চালানো হয়। তবে তেমন কিছু পাওয়া যায় নাই।[৩]

[১] আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয়। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনটি শুধুমাত্র প্রহসন মূলকই ছিল না (১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন), নির্বাচনটিতে ব্যালটবাক্স ছিনতাই, ভোটকেন্দ্র দখল ও ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

[২] বিএনপি নেতাদের তথ্য তালাশ চিঠি দিয়ে/ যুগান্তর ১৯ এপ্রিল ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/04/19/118423/

[৩] খালেদা জিয়ার কার্যালয়ে তল্লাশি/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ২১ মে ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/first-page/2017/05/21/233400

ক্ষমতাসীনদল নিজেরা নির্বিঘ্নে সভা-সমাবেশ করলেও গত ছয় মাসে সরকারদলীয় কর্মী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা বিরোধীদল বা বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলনরত সংগঠন বা গোষ্ঠির সভা-সমাবেশে বাধা দিয়েছে এবং হামলা করেছে। জুন মাসে রমজানের সময় মসজিদের ভেতরে হামলা করে বিরোধীদল বিএনপি আয়োজিত ইফতার মাহফিল পণ্ড করে দিয়েছে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা।[৪] পাহাড় ধ্বসে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থদের সমবেদনা ও সহায়তার জন্য রাঙ্গামাটিতে যাওয়ার পথে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের গাড়ি বহরে ক্ষমতাসীনদলের সমর্থকরা হামলা চালালে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ ১৫ জন আহত হন।[৫]

সরকার গুমের বিষয়টি সম্পূর্নভাবে অস্বীকার করলেও ২০১৭ সালের ১৬ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ এনায়েত হোসেন ২০১৪ সালের ২৭ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জে সাত ব্যক্তিকে গুম করার পর হত্যা করার অপরাধে র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে. কর্নেল (অব.) তারেক সাইদসহ ১৬ জন র‍্যাব কর্মকর্তা ও সদস্যসহ ২৬ জন অভিযুক্তকে ফাঁসির আদেশ দেন।[৬] সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের[৭] ব্যাপারে বেশ কয়েকটি রুল জারি করলেও গত ছয় মাসে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অনেকগুলো অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহতভাবে চলতে থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। অনেক ভিকটিম পরিবার অভিযোগ করেছেন যে, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের স্বজনদের অনেক আগেই ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে গুলি করে হত্যা করে তা 'ক্রসফায়ার', 'এনকাউন্টার' বা 'গানফাইট' নামে প্রচার করেছে। পুলিশ বা র‍্যাবের পক্ষ থেকে এই সমস্ত ঘটনার জন্য যে সমস্ত প্রেস ব্রিফিং বা প্রেস রিলিজ পাঠানো হচ্ছে, সেগুলোর বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বর্ণনা প্রায় একই রকম। ফলে সত্যিকার অর্থে কি ঘটেছিল এবং ঘটছে সেই সম্পর্কে জনগণের মধ্যে স্বচ্ছ কোনো ধারণা নাই। আইনানুযায়ী গ্রেফতার, তদন্ত এবং বিচারিক কার্যক্রম গ্রহন করা ব্যাতিরেকে অনেক ক্ষেত্রেই র‍্যাব এবং পুলিশের একদল সদস্য বিভিন্নভাবে দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে জড়িত হয়ে **অথবা** নির্দেশিত হয়ে এই ধরনের হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা ব্যাপক দায়মুক্তি ভোগ করছে।

গুম করার পর পরবর্তীতে 'চরমপন্থী' হিসেবে আটক দেখানোর অনেক অভিযোগ রয়েছে। 'চরমপন্থী' আস্তানায় অভিযান চলাকালে 'চরমপন্থী' নয় এই রকম ব্যক্তিদেরও ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভবনা তৈরি হয়েছে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশে বাধা দেয়াসহ বিরোধী মত প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি এবং ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিণতি হিসেবে রাজনীতিতে চরমপন্থার উত্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে মানবাধিকার কর্মীরা বারবার সতর্ক করলেও সরকার দমনপীড়ন অব্যাহত রেখেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ধর্মীয় 'চরমপন্থার' বিরুদ্ধে যে অভিযান পরিচালনা করছে তার বেশীরভাগ ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে তারা প্রায় একইরকম বর্ণনা দিচ্ছে। এই যাবতকালে 'বন্দুকযুদ্ধ',

---

[৪] কেরানীগঞ্জে আ'লীগের হামলায় বিএনপির ইফতার পণ্ড/ যুগান্তর ৩ জুন ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/06/03/129490/

[৫] **মির্জা ফখরুলের গাড়িবহরে হামলা** নয়াদিগন্ত ১৯ জুন ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/229670, রাঙ্গামাটির ত্রাণ কর্মসূচি বাতিল:ফখরুলের গাড়িবহরে হামলা/ যুগান্তর ১৯ জুন ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/06/19/133738/

[৬] নূর তারেকসহ ২৬ জনের মৃত্যুদণ্ড/ যুগান্তর ১৭ জানুয়ারি ২০১৬/ www.jugantor.com/first-page/2017/01/17/93821/ http://www.esamakal.net/2017/01/17/images/03_112.jpg

[৭] 'ক্রসফায়ারের' নামে র‍্যাব আসলে কি করছে, সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রচার করেছে সুইডিশ রেডিও। ওই প্রতিবেদনে এক ব্যক্তিকে বাংলা ভাষায় হত্যা ও নির্যাতনের বিবরন দিতে শোনা যায়। রেডিওটি বলছে, বিবরণ দেওয়া এই ব্যক্তি র‍্যাবের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। ওই কর্মকর্তার অজান্তে অডিওটি রেকর্ড করা হয়েছিল। র‍্যাবের কর্মকর্তা পরিচয় দেয়া ওই ব্যক্তি বলেন, মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রতি তাঁদের নির্দেশনা হলো, 'যদি ধরতে পারো-সে যেখানেই থাকুক, তাকে গুলি করে মারবে, তারপর পাশে একটি অস্ত্র রেখে দেবে'। এখানে আরো বলা হয় যে, সাধারণত যাঁরা সন্দেহভাজন অপরাধী, যাঁদের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার করা সম্ভব না বা যাঁদের পুনর্বাসন অসম্ভব, তাঁদেরই তুলে এনে 'ক্রসফায়ার' করা হয়। এই তালিকায় দুর্বৃত্তদের পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষও থাকে কখনো কখনো। তিনি বলেন, ঘুষের টাকা দিয়ে তাঁরা অস্ত্র কেনেন এবং যাঁদের হত্যা করা হয়, তাদের মৃতদেহের পাশে সেই অস্ত্রটি ফেলে আসেন। এতে করে এমন একটা ধারণা দেয়া হয় যে তাঁরা আত্মরক্ষার জন্য গুলি ছুড়ছেন। র‍্যাবের কর্মকর্তা পরিচয় দেয়া ওই কর্মকর্তা বলেন, হত্যাকাণ্ডের কোনো চিহ্ন যেন না থাকে সেই বিষয়ে তাঁরা খুব তৎপর থাকেন। পরিচয়পত্র যেন পড়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখেন। এ ছাড়া হাতে দস্তানা ও জুতা ঢেকে নেয়া হয়, যেন ঘটনাস্থলে পায়ের ছাপ না পড়ে। https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6665807, যুগান্তর ৫ এপ্রিল ২০১৭/ www.jugantor.com/online/national/2017/04/05/43964/

'ক্রসফায়ার' বা 'এনকাউন্টারের' নামে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মৃত্যুতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যে ধরনের বর্ণনা দিয়েছে, প্রায় একইরকমভাবে 'চরমপন্থা' দমনের ক্ষেত্রেও বর্ণনা দেয়া হচ্ছে।[৮]

বর্তমান সরকার এর আমলে বেশ কিছু নিবর্তনমূলক আইন প্রনয়ন ও আইনের খসড়া তৈরি করা হয়েছে এবং কিছু নিবর্তনমূলক আইনকে আরও কঠোর করা হয়েছে। যেমন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)। এই নিবর্তনমূলক আইনগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে ভিন্নমত ও ভিন্নমতাবলম্বীদের চরমভাবে দমন করছে সরকার। কোন নাগরিক সরকারের সমালোচনামূলক কিছু প্রকাশ বা ফেসবুকে কোন মন্তব্য দিলে এবং তা সরকারের বিরুদ্ধে গেলেই সরকার ও ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা বিদ্বেষবশতঃ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করছে। গত ছয় মাসেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপকভাবে সরকারি নজরদারী বলবৎ ছিল। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সমালোচনাকারীসহ সরকারের বিরুদ্ধে যায় এমন যে কোন তথ্য প্রকাশের ফলশ্রুতিতে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) প্রয়োগ করা হয়েছে। সরকার বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করায় বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকদের সেল্ফসেন্সরশিপ প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। সরকার অধিকাংশ প্রিন্ট মিডিয়াসহ ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে। সরকার রাজনৈতিক বিবেচনায় আরও অনেকগুলো নতুন বেসরকারি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার অনুমোদন দিয়েছে, যেগুলোর মালিকরা সবাই সরকারের সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তি। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা ২০১৩ সাল থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। অনলাইন সংবাদমাধ্যমকেও সম্প্রচার কমিশনের অধীনে এনে তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 'জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭' এর খসড়া অনুমোদন করেছে মন্ত্রীসভা।[৯] পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সাংবাদিকরা বিভিন্ন সময়ে সরকারিদলের সমর্থক দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়ে নিহত বা আহত হয়েছেন। সিরাজগঞ্জে সাংবাদিক এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী আব্দুল হাকিম শিমুল নিহত হয়েছেন ক্ষমতাসীনদলের নেতার গুলিতে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করে প্যারিসভিত্তিক এমন সংগঠন 'রিপোর্টাস উইদাউট বর্ডার'স ১৮০টি দেশের গণমাধ্যমের পর্যালোচনা করে ২৬ এপ্রিল জানিয়েছে যে, বিশ্বে স্বাধীন গণমাধ্যম সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান আগের বছরের তুলনায় দুই ধাপ পিছিয়েছে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪৪তম, যা ২০১৭ সালে দুই ধাপ নেমে হয়েছে ১৪৬তম।[১০]

শ্রমিকদের পরিস্থিতি ভালো ছিল না জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসেও। শ্রমিকদের না জানিয়ে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই এবং সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা ঘটেছে। এর কারণে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত অসন্তোষ দমন করার নামে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা শ্রমিকদের ওপর চড়াও হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন সেক্টরে নিয়োজিত স্বল্প মজুরীর শ্রমিকরা-যেমন নির্মাণ শ্রমিক, গৃহ শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। নারী শ্রমিকরা, যেমন ইট ভাঙ্গা কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকরা একই ধরনের কাজ করলেও পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় কম মজুরী পাচ্ছেন। ইনফর্মাল সেক্টরে লৈঙ্গিক বৈষম্য প্রকট। শিশুরাও এই ধরনের সেক্টরে কাজ করছে।

[৮] Extremism tackling narrative warrants transparency /নিউএজ ২৯ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/14532/extremism-tackling-narrative-warrants-transparency

[৯] অনলাইনের নিবন্ধন নিতে হবে সম্প্রচার কমিশন থেকে/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ২০ জুন ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/first-page/2017/06/20/241446

[১০]স্বাধীন গণমাধ্যম সূচকে বাংলাদেশের দুই ধাপ অবনতি/ যুগান্তর ২৭ এপ্রিল ২০১৭/ www.jugantor.com/last-page/2017/04/27/120491/

ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিকদের ওপর হামলা অব্যাহত আছে। এইসব ঘটনায় ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১১] এই ধরনের ঘটনাগুলো রাজনীতিকরণের ফলে বিচার হয় নাই এবং দায়ী ব্যক্তিরা দায়মুক্তি ভোগ করেছেন।

বাংলাদেশে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে বিপর্যয়ের কারণে বিভিন্ন দেশে অবৈধ পন্থায় বাংলাদেশের নাগরিকরা পাড়ি জমাচ্ছেন। এঁদের অনেকেই বিভিন্ন দেশের শরনার্থীদের সঙ্গে ইউরোপে ঢোকার চেষ্টা করছেন। সুশাসন না থাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং দুর্নীতি যত বেশী হচ্ছে ততই এই ধরনের প্রবনতা দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমান টাকাও বিদেশে পাচার হচ্ছে। সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক (এসএনবি) ২৯ জুন তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, ২০১৬ সালে সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে বাংলাদেশী নাগরিকদের সঞ্চয়ের পরিমান দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৬৮৫ কোটি টাকা। ২০১৫ সালে সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে বাংলাদেশী নাগরিকদের সঞ্চয়ের পরিমান ছিল ৪ হাজার ৪৫২ কোটি টাকা। সেই হিসাবে আগের বছরের চেয়ে এই জমার পরিমান প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা বা ২০ শতাংশ বেড়েছে। গত ১২ বছরে সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে এটাই ছিল বাংলাদেশী নাগরিকদের সর্বোচ্চ পরিমান সঞ্চয়। এসএনবি'র প্রতিবেদন অনুয়ায়ী ২০১২ সাল থেকে সুইস ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশ থেকে অর্থ জমার পরিমান ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে।[১২]

গত ছয় মাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী যৌতুক, ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস যৌন হয়রানি এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩), এসিড নিয়ন্ত্রন আইন ২০০২,এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন ২০১০ বলবৎ থাকলেও আইনের সঠিক প্রয়োগের অভাবে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটছেই। অন্যদিকে বাল্য বিয়ে নিরোধ আইন ২০১৭ এর বিশেষ ধারা বাল্য বিয়ের পথ প্রশস্ত করেছে[১৩]।

এছাড়া মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিও ছিল অব্যাহত। *অধিকার* এর ওপর ২০১৩ সাল থেকে শুরু হওয়া চরম হয়রানি এই ছয় মাসেও চলমান থেকেছে এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের একজন মানবাধিকার কর্মী ক্ষমতাসীনদলের নেতার গুলিতে নিহত হন এবং কুষ্টিয়া জেলার দুইজন ও মুন্সীগঞ্জ জেলার একজন মানবাধিকার কর্মীকে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে আটক রাখা হয়।

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সদস্যরা মিয়ানমার সরকারের গণহত্যা, জাতিগত নিপীড়ন এবং উচ্ছেদ অভিযানের ফলে সীমান্ত পেড়িয়ে শরনার্থী হিসেবে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে।

২০১৪ এর নির্বাচন এবং এর পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতির প্রভাব আরো বেড়েছে। প্রায় বিনা খরচে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ভারত সরকারের ট্রানজিটের সুবিধা, সুন্দরবন বিধ্বংসী রামপাল

---

[১১] নাসিরনগরে আবারও হামলা : পাঁচ বাড়িতে আগুন;মন্ত্রীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ/ যুগান্তর, ৫ নভেম্বর ২০১৬, www.jugantor.com/first-page/2016/11/05/73941/

[১২] ২০১৬ সালে জমা ৫৬৮৫ কোটি টাকা: সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের অর্থ আরও বেড়েছে/ প্রথম আলো ৩০ জুন ২০১৭/ www.prothom-alo.com/economy/article/1233421/

[১৩] গত ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের বিয়ের বিশেষ বিধান রেখে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল-২০১৭' পাস হয়েছে। নতুন আইনে বলা হয়েছে, আইনের অন্যান্য বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্তবয়স্কদের সর্বোত্তম স্বার্থে মা-বাবার সম্মতি অনুয়ায়ী অথবা তাঁদের অনুপস্থিতিতে আদালতের মাধ্যমে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিবাহ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে, তা এই আইনের অধীনে অপরাধ বলে গন্য হবে না। এবাবেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে ও ছেলে শিশুদের বিয়ের বৈধতা দিল এই আইনের বিশেষ ধারা। বাংলাদেশের মত ভয়াবহ বাল্যবিবাহ প্রবণ দেশে যেখানে ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ এবং ছেলেদের বয়স ২১ থাকা সত্ত্বেও বাল্য বিবাহ রোধ করা যায় নি; সেখানে এই আইনটির এই বিশেষ ধারার সুযোগে বাল্য বিবাহের পরিমান বেড়ে যাবে। যা শিশুদের সুস্থ বিকাশ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রবানতা বাড়িয়ে দেবে।[১৩] www.jugantor.com/first-page/2017/02/28/104781/

বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ এগিয়ে নেয়া, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। কোন দরপত্র ছাড়াই ভারতীয় বহুজাতিক কোম্পানীর প্লান্ট স্থাপনের কাজ পাওয়াসহ বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের প্রতি ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি গত ছয় মাসেও অব্যাহত ছিল। গত ছয় মাসে আগের ধারাবাহিকতায় ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলেই বা কেউ সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করলেই তাঁকে গুলি করে হত্যা করেছে, এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের ধরে নিয়ে গেছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের চরম লংঘন।

১-৩০ জুন ২০১৭*									
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		১৫	১৭	১৯	৮	৮	১২	৭৯
	গুলিতে নিহত		১	০	০	০	০	০	১
	নির্যাতনে মৃত্যু		০	০	১	১	১	১	৪
	পিটিয়ে হত্যা		০	০	০	১	০	০	১
	মোট		১৬	১৭	২০	১০	৯	১৩	৮৫
গুম			৬	১	২১	২	২০	৭	৫৭
কারাগারে মৃত্যু			১	৫	৪	২	৪	৬	২২
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		২	২	০	২	০	৪	১০
	বাংলাদেশী আহত		৩	৯	৩	১	৩	৫	২৪
	বাংলাদেশী অপহৃত		৫	১	১	৪	১	২	১৪
	মোট		১০	১২	৪	৭	৪	১১	৪৮
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত		০	১	০	০	০	০	১
	আহত		২	৩	০	২	২	১	১০
	লাঞ্ছিত		০	১	০	১	০	০	২
	হুমকির সম্মুখীন		০	৪	৩	০	০	২	৯
	মোট		২	৯	৩	৩	২	৩	২২
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত		৫	৭	৬	১২	১১	৬	৪৭
	আহত		২১৭	৩২৫	৪২৮	৫৯৫	৫৭৫	৩২৫	২৪৬৫
	মোট		২২২	৩৩২	৪৩৪	৬০৭	৫৮৬	৩৩১	২৫১২
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১৭	১৪	২০	২৬	২২	২৯	১২৮
ধর্ষণ			৪৪	৫১	৬৯	৫৪	৮৩	৭০	৩৭১
যৌন হয়রানীর শিকার			১৪	২২	৩৫	২৩	১৪	১৬	১২৪
এসিড সহিংসতা			৩	৭	৪	৫	৫	৬	৩০
গণপিটুনীতে মৃত্যু			১	৩	৮	৫	২	২	২১
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	০	০	০	০	০
		আহত	০	২০	২১	৭০	১৫	৫০	১৭৬
		ছাঁটাই	১০৩৪	১৭৩৩	৪৩	০	০	০	২৮১০
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক	নিহত	৩	২	১১	১৯	৪	৯	৪৮
		আহত	৭	৮	১৬	২২	০	০	৫৩
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার			০	৩	১	৪	১	৪	১৩

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

ক. রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার

১. ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অস্বচ্ছ, বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে সবগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, সহিংসতা এবং ভোট জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে সরকারের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও নির্যাতনের অভিযোগ জানিয়েছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা। এমনকি ২০১৪ সালে পেট্রোল বোমা মেরে ১১ জন বাস যাত্রীকে হত্যা করার অভিযোগ রয়েছে ক্ষমতাসীনদলের এক সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে।[১৪] ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে অনেক জঘন্য অপরাধের দায়ে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।[১৫] অন্যদিকে সরকারের দমনপীড়নের কারণে ঝুঁকি নিয়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে পালিয়ে যাচ্ছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলের অসংখ্য নেতাকর্মী।[১৬] প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকার কারণে জনগণের কাছে ক্ষমতাসীনদলের দায়বদ্ধতা নেই, তাই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বেড়েছে। এর ফলে ২০১৭ সালের প্রথম ছয়মাসে সরকারিদলের নেতা-কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা অব্যাহত থাকে। এই সময় সরকারদলীয় নেতা-কর্মীরা মারণাস্ত্র ব্যবহার করেছে, যা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এই সময় এরা চাঁদাবাজি, টেন্ডার ও জমি দখল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহিংসতাসহ বিভিন্ন সহিংসতার ঘটনা ঘটায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়মুক্তি লাভ করে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকার প্রশাসনকে তার দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে বিরোধীদলসহ অন্যান্য ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর চড়াও হচ্ছে। নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে এই নির্বাচন না হলে পরিস্থিতি ভয়াবহ দিকে মোড় নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

২. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় মোট ৪৭ জন নিহত ও ২৪৬৫ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া এই সময়ে আওয়ামী লীগের ১৬৫টি এবং বিএনপি'র ১০টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৪০ জন নিহত ও ১৮০৩ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। অপরদিকে, বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১৩৮ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

রাজনৈতিক সহিংসতা

৩. সারাদেশে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত ছিল এই ছয়মাসে। এইসব ঘটনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের বিচারের আওতায় আনা যায়নি।

৪. আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের আধিপত্য বিস্তারসহ দলীয় কোন্দলের কারণে শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার হোসেন খাঁ,[১৭] সিলেট জেলার ওসমানীনগর উপজেলার সাইফুল ইসলাম ও সোহেল মিয়া,[১৮] মুন্সিগঞ্জ সদরের চরকেওয়ার ইউনিয়নের মাসুদসহ[১৯] ৪০ জন নিহত হন।

---

[১৪] সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি: পঙ্কজ দেবনাথ নিজ পরিবহনে আগুন দিয়ে মনোনয়ন বাগিয়েছিলেন/ মানবজমিন ২৪ মে ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=66716&cat=3/

[১৫] আবারও 'রাজনৈতিক মামলা' প্রত্যাহারের উদ্যোগ! / প্রথম আলো ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৭/ http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1084939/

[১৬] Bangladesh is now the single biggest country of origin for refugees on boats as new route to Europe emerges / ডেইলী ইনডিপেন্ডেন্ট ইউকে, ৫ মে ২০১৭/ http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-migrants-bangladesh-libya-italy-numbers-smuggling-dhaka-dubai-turkey-detained-a7713911.html

[১৭] শরীয়তপুরে আলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত ১ আহত ২০/ যুগান্তর, ১১ জানুয়ারি ২০১৭/ http://www.jugantor.com/first-page/2017/01/11/92220/

[১৮] ওসমানীনগরে নির্বাচনী সহিংসতায় কিশোর নিহত : আহত ৫০/ যুগান্তর ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/last-page/2017/02/27/104528/

শরীয়তপুরে জাজিয়ায় আ'লীগের সংঘর্ষে নিহত হোসেন খাঁর (ইনসেটে) স্বজনদের আহাজারি। ছবিঃ যুগান্তর, ১১ জানুয়ারী ২০১৭

সিলেটের ওসমানীনগরে নির্বাচনী সহিংসতায় নিহত সাইফুলের (ইনসেটে) স্বজনদের আহাজারি। ছবিঃ যুগান্তর, ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৭

৫. ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে ও পরে এবং ২০১৫ সালে ৫ জানুয়ারি 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস'কে কেন্দ্র করে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট যে লাগাতার আন্দোলন করে সেখানে পেট্রোল বোমা হামলা এবং বাসে আগুন দেয়ার ঘটনায় নারী ও শিশুসহ অনেক সাধারণ মানুষ আহত ও নিহত হন। পেট্রোল বোমা হামলা ও আগুন লাগানোর ঘটনায় সরকার ও ২০ দলীয় জোট একে অপরকে দায়ি করে। এই ঘটনাগুলো বিরোধী দল ও ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মী [২০]এবং আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা সংগঠিত

---

[১৯] **মুন্সীগঞ্জে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত ১ : আহত ৩০/**নয়াদিগন্ত ১১ জুন ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/227496 এবং অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সিগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২০]২০১৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি আনুমানিক রাত ১০ টায় কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার জগন্নাথদীঘি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মানিক, যুবলীগ কর্মী বাবুল এবং কায়েস পেট্রোল বোমাসহ ঐ এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ তাঁদের আটক করে চৌদ্দগ্রাম থানায় নিয়ে যায় বলে স্থানীয় জনগণ জানান। পরে তাঁদের কয়েক ঘন্টা পর থানা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য গত ৩ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রাম উপজেলার জগমোহনপুরে বাসে পেট্রোল বোমা ছোঁড়া হলে দুইজন মহিলাসহ সাতজন মারা যান এবং

হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। যদিও সরকার এবং সরকার অনুগত বুদ্ধিজীবীগন এই ঘটনায় শুধুমাত্র বিরোধী দলকে দায়ী করেন। ক্ষমতাসীন দল যে পেট্রোল বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সাম্প্রতিক সময়ে এক আওয়ামী লীগ নেতার বক্তব্যে। মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার চানপুর ইউনিয়নের নির্বাচনে স্থানীয় আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য পঙ্কজ দেবনাথ এর ভোট জালিয়াতি ও দুবৃর্ত্তায়নের প্রতিবাদে বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং ইতিপূর্বে দুইবারে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও বরিশাল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মইদুল ইসলাম ২৩ মে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির আগে যখন আন্দোলন চলছিল, তখন ২ ডিসেম্বর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ দেবনাথ ঢাকার শাহবাগে তাঁর নিজের মালিকাধীন বিহঙ্গ পরিবহনে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগান। এতে ১১ জন যাত্রী মারা যান। এই ঘটনার পর তিনি দলের নেত্রীর সহানুভূতি অর্জনে সক্ষম হন এবং দলীয় মনোনয়ন লাভ করেন"।[২১]

২০১৪ সালে শাহবাগে পঙ্কজ দেবনাথ নিজ পরিবহনে পেট্রেল ঢেলে আগুন দিয়ে ১১ জনকে হত্যা করে মনোনয়ন বাগিয়েছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ থেকে দুবার নির্বাচিত এমপি, মেহেন্দিগঞ্জ আওয়ামী লীগের সভাপতি, বরিশাল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মইদুল ইসলাম। ছবিঃ মানবজমিন, ২৪ মে ২০১৭

নির্বাচনী ব্যবস্থা ও স্থানীয় সরকার

৬. নতুন নির্বাচন কমিশনের[২২] অধীনে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে বিভিন্ন অনিয়মের কারণে নির্বাচন কমিশন সর্ম্পকে আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে। নতুন নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব নেয়ার পর এর অধীনে গত ৬ মার্চ সারাদেশে ১৪টি উপজেলা পরিষদ (উপনির্বাচনসহ) ও ৪টি পৌরসভার নির্বাচন[২৩], ৩০ মার্চ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং গত ১৬ এপ্রিল সারাদেশে ১৬০টি ইউনিয়ন পরিষদ (উপনির্বাচনসহ) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[২৪] ৬ মার্চের নির্বাচনে বেশীরভাগ ভোটকেন্দ্রগুলোতে নজিরবিহীনভাবে ভোটার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

---

২৬ জন আগুনে গুরুতর দগ্ধ হন।[২০] ২০১৫ সারের ১৩ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে দিনাজপুর-ঢাকা মহাসড়কের মতিহারা বাজারে একদল দুবৃর্ত্ত যানবাহন লক্ষ্য করে পেট্রলবোমা ছোঁড়ে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও স্থানীয় কর্তব্যরত পুলিশ পেট্রোল বোমাসহ হাতেনাতে নবাবগঞ্জ উপজেলার পুটিমারা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক উজ্জল ও স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা জোবায়েরকে ধরে ফেলে। পরে নবাবগঞ্জ থানা পুলিশ আওয়ামী লীগ নেতাদের তদবীরে আটক ছাত্রলীগের দুইজনকে ছেড়ে দেয়।[২০]

[২১] সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি: পঙ্কজ দেবনাথ নিজ পরিবহনে আগুন দিয়ে মনোনয়ন বাগিয়েছিলেন/ মানবজমিন ২৪ মে ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=66716&cat=3/

[২২] ২০১৭ এর ফেব্রুয়ারিতে রকিব কমিশনের মেয়াদ শেষ হলে রাষ্ট্রপতি এই কমিশনকে নিয়োগ দেন।

[২৩] নির্বাচনের পুরো রিপোর্ট দেখুন অধিকার এর মার্চের মানবাধিকার প্রতিবেদনে www.odhikar.org/**মানবাধিকার প্রতিবেদন: মা**

[২৪] নির্বাচনের পুরো রিপোর্ট দেখুন অধিকার এর এপ্রিলের মানবাধিকার প্রতিবেদনে www.odhikar.org/**মানবাধিকার প্রতিবেদন: এ প/**

এছাড়া নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদলের সমর্থকদের কেন্দ্র দখল, জাল ভোট ও প্রকাশ্যে সিল, সংঘর্ষ, বিরোধী প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেয়া ও নির্বাচন বর্জনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৭. কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় ভালো হলেও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জাল ভোট, প্রকাশ্যে সিল, কেন্দ্র দখল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেয়ার অভিযোগ ছিল। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী না করে নির্বাচনে দখল সংস্কৃতি ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বরখাস্তের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে বর্তমান সরকার। এখানে জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে, তাঁদের ভোটের অধিকারই শুধু কেড়ে নেয়া হয়নি; তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে বরখাস্ত করার নজির তৈরি করা হয়েছে। গত সাড়ে তিন বছরে ৩৮১ জন জনপ্রতিনিধিকে বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত দেখিয়ে তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। বরখাস্তের তালিকায় গাজীপুর, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়ররা রয়েছেন। এরমধ্যে সিলেট ও রাজশাহীর মেয়রকে দ্বিতীয় দফা বরখাস্ত করা হয়েছে। বরখাস্তকৃত জনপ্রতিনিধিদের অধিকংশই বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।[২৫]

সিটি কলেজ কেন্দ্র এলাকায় বিএনপির কাউন্সিলরের ওপর প্রতিপক্ষের হামলা। ছবিঃ যুগান্তর, ৩১ মার্চ ২০১৭

গভর্নমেন্ট হাইস্কুল কেন্দ্রে প্রতিপক্ষের হামলায় রক্তাক্ত বিএনপির কাউন্সিলর প্রার্থী। ছবিঃ যুগান্তর, ৩১ মার্চ ২০১৭

কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সমর্থকরা চৌয়ারা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা ভোটকেন্দ্রে প্রকাশ্যে ব্যালট পেপারে সিল মারেন। ছবিঃ প্রথম আলো, ৩১ মার্চ ২০১৭

[২৫] সাড়ে ৩ বছরে ৩৮১ জনপ্রতিনিধি বরখাস্ত/ মানবজমিন ৭ এপ্রিল ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=60531&cat=2/

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার দরিয়াদৌলত ইউনিয়নের মরিচাকান্দি কেন্দ্রে জাল ভোট দেয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে নিহত ফারুক মিয়া, ছবিঃ যুগান্তর ১৭ এপ্রিল ২০১৭

বাঁশখালীর কাথারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দু'পক্ষের সংঘর্ষ চলাকালে গুলিবিদ্ধ শিশু শারমিন আকতার, ছবিঃ যুগান্তর ২৬ এপ্রিল ২০১৭

৮. ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন দিয়েই শুরু হয় এই দুবৃর্ত্তায়ন। এরপর থেকে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ছাড়া অনুষ্ঠিত সবগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, সহিংসতা এবং ভোট জালিয়াতির ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশে অতীতে নির্বাচনগুলো সাধারণতঃ উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতো এবং জনগন স্বতস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহন করতো। কিন্তু বর্তমান

বিরাজমান পরিবেশে জনগনের স্বাধীনভাবে ভোট দেয়ার কোন সুযোগ নেই। এই কারণে সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে ভোটার উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। স্বাধীনভাবে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। অথচ বিগত নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে নির্বাচনগুলো সুষ্ঠু হয়েছে বলে দাবি করেছে। বিতর্কিত রকিব কমিশনের মেয়াদ ২০১৭ এর ফেব্রুয়ারিতে শেষ হলে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভালো এবং একটি দৃঢ় চেতা নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে বলে আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু সার্চ কমিটির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নতুন নির্বাচন কমিশন নিয়োগ দিলেও তাদের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে আগের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

মানবাধিকার লংঘনের কারণে বিরোধী দলের নেতা কর্মীরা দেশ ছাড়ছেন

৯. বিরোধীদলের নেতা-কর্মীরা ক্ষমতাসীনদলের নিপীড়নের মুখে দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইউরোপে ঢোকার চেষ্টা করছেন বাংলাদেশীরা। দৈনিক ইন্ডিপেনডেন্ট ইউকে এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছরের প্রথম তিন মাসে মাত্র একজন বাংলাদেশী ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইটালি পৌঁছেছিলেন। অথচ এই বছর একই সময়ে সেখানে পৌঁছেছেন ২৮০০ জনের বেশি বাংলাদেশী।[২৬]

রাজনৈতিক বিবেচনায় মামলা প্রত্যাহার

১০. রাজনৈতিক হয়রানীমূলক বিবেচনায় ৩৪টি হত্যা মামলাসহ নতুন করে ২০৬টি আলোচিত মামলা সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যাহারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে দেড়শত মামলা আওয়ামী লীগের পরপর দুই মেয়াদের সরকারের আমলে দায়ের করা হয়েছে। অধিকাংশ মামলারই বাদী সরকারের বিভিন্ন সংস্থা। গত বছর দায়ের করা মামলাও প্রত্যাহারের তালিকায় রয়েছে। প্রত্যাহারের সুপারিশের জন্য প্রস্তুতকৃত তালিকায় হত্যা ছাড়াও ধর্ষণ, নাশকতা, ঘুষ লেনদেন, সরকারি টাকা আত্মসাৎ, চুরি, ডাকাতি, কালোবাজারি, অপহরণ, জালিয়াতি, বোমা ও অস্ত্র মামলা রয়েছে। এই সব মামলা প্রত্যাহারের জন্য মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আধা সরকারি পত্র (ডিও লেটার) পাঠিয়েছেন।[২৭]

খ. রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তির সংস্কৃতি

১১. ২০১৭ সালের প্রথম ছয় মাসে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তির কারণে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতন এবং কারাগারে মৃত্যুর অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের অমানবিক আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

গুম

১২. গুম রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের একটি হাতিয়ার যা মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। গুম হওয়া ব্যক্তিরা প্রায়ই নির্যাতনের শিকার হন এবং গুমের পর অনেককেই হত্যা করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য

[২৬] Bangladesh is now the single biggest country of origin for refugees on boats as new route to Europe emerges / ডেইলী ইনডিপেডেন্ট ইউকে, ৫ মে ২০১৭/http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-migrants-bangladesh-libya-italy-numbers-smuggling-dhaka-dubai-turkey-detained-a7713911.html

[২৭] আবারও 'রাজনৈতিক মামলা' প্রত্যাহারের উদ্যোগ! / প্রথম আলো ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1084939/

পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া গেছে। ২০১৭ সালের ২৮ মার্চ জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি গুমের 'উচ্চহার', বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর অত্যাধিক বল প্রয়োগ নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সমালোচনা করেছে। গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি এইসব অভিযোগের ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা না থাকায় কমিটি মন্তব্য করে যে, এর ফলে ভুক্তভোগী ও তাঁদের পরিবারগুলো বিচার পাচ্ছে না। দেশের আইনে গুমের স্বীকৃতি না থাকা এবং তা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত না হওয়ায় তাঁরা আরও বেশী উদ্বিগ্ন বলে মন্তব্য করেছেন।[২৮] গুম বন্ধের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্সড অর ইনভলান্টারি ডিস্অ্যাপেয়ারেন্সেস।[২৯]

১৩. ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাসে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর এখন পর্যন্ত ফিরে আসেনি তারা হলেন, রংপুর জেলার শফিকুল ইসলাম মধু[৩০], ঢাকা জেলার মোহাম্মদ হাসান[৩১], চট্টগ্রাম জেলার এস এম শফিকুর রহমান এবং তাঁর দুই শ্যালক মো. হাসান তারেক ও মোয়াজ্জেম হোসেন সাথী[৩২], রাজশাহী জেলার আব্দুল কুদ্দুস[৩৩], ঝিনাইদহ জেলার এনামুল হক[৩৪], নরসিংদি জেলার মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান নাহিদ[৩৫], টাঙ্গাইল জেলার আব্দুল মান্নান, শমসের ফকির ও জহুরুল ইসলাম[৩৬] এবং আরও ১৫ জন। এছাড়াও গুম হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে পরবর্তীতে যাঁদের লাশ পাওয়া গিয়েছে তাঁরা হলেন, নারায়ণগঞ্জ জেলার মোহাম্মদ হানিফ মৃধা[৩৭], চট্টগ্রাম জেলার নুরুল আলম নুরু[৩৮], কুষ্টিয়া জেলার রফিকুল ইসলাম[৩৯], যশোর জেলার মইদুল ইসলাম ওরফে রানা এবং আলিমুদ্দিন[৪০] এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার মোহম্মদ আরজুল্লাহ[৪১]।

---

[২৮] http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fBGD%2fCO%2f1&Lang=en

[২৯] UN expert group urges Bangladesh to stop enforced disappearances / http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21220&LangID=E

[৩০] রংপুরে ২৪ দিনেও সন্ধান মেলেনি অপহৃত মধুর/ মানবজমিন ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=52528&cat=9/

[৩১] হেফাজতে রেখে 'নিখোঁজ' হাসানকে খুঁজছে ডিবি?/ প্রথম আলো ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1085045/'

[৩২] ডিবি পরিচয়ে তিনজনকে অপহরণ চট্টগ্রামে/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ৩১ মার্চ ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/last-page/2017/03/31/219234

[৩৩] *অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেলার মানবাদিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/*

[৩৪] ঝিনাইদহে সাদা পোশাকে যুবককে অপহরণ/ মানবজমিন ১৩ জুন ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=69693&cat=9/

[৩৫] নরসিংদীতে ছাত্রদল নেতাকে ফিরিয়ে দেয়ার দাবি/ যুগান্তর ১১ জুন ২০১৭/ www.jugantor.com/bangla-face/2017/06/11/131768/

[৩৬] ভূঞাপুরের তিন ব্যবসায়ীকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ/ প্রথম আলো ২০ জুন ২০১৭/ http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1224311/

[৩৭] ছেলেকে পেতে মায়ের আর্তি/ প্রথম আলো ২১ মার্চ ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1115032/

[৩৮] **কর্ণফুলীর তীরে ছাত্রদল নেতার গুলিবিদ্ধ লাশ**/ মানবজমিন ৩১ মার্চ ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=59615&cat=2/

[৩৯] ডিবি পরিচয়ে তুলে নেওয়ার অভিযোগ পরিবারে: কুষ্টিয়ায় 'বন্দুকযুদ্ধে' একজন নিহত/ প্রথম আলো ৩০ মার্চ ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1127041/

[৪০] আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে তুলে নেওয়ার পর মিলছে লাশ: ঝিনাইদহে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত ২/ প্রথম আলো ১ জুন ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-06-01/20

[৪১] আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে তুলে নেওয়ার পর মিলছে লাশ: ঝিনাইদহে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত ২/ প্রথম আলো ১ জুন ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-06-01/20

বাঁ থেকে পরিবহন ব্যবসায়ী এসএম শফিকুর রহমান এবং তার দুই শ্যালক হাসান তারেক ও মোয়াজ্জেম হোসেন সাথী। ছবিঃ যুগান্তর, ৩১ মাচ ২০১৭

ছাত্রদল নেতা নূরুল আলমের লাশ দেখে স্বজনদের কান্না; রাউজানে কর্ণফুলীর তীরে লাশ; ইনসেটে নূরুল আলম। ছবিঃ নয়া দিগন্ত, ৩১ মার্চ ২০১৭

১৪. প্রতি বছর মে মাসের শেষ সপ্তাহে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত সংগঠনগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গুমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ পালন করে।[৪২] ২৮ মে থেকে ৪ জুন বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে গুমের বিরুদ্ধে আর্ন্তজাতিক সপ্তাহ পালন করা হয়েছে। গুম হওয়া ব্যাক্তিদের ফেরত পাওয়ার জন্য তাঁদের স্বজনরা কর্মসূচী পালন করতে গেলে সরকার কর্তৃক বাধার সম্মুখিন হয়েছেন। ৭ জুন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমার গুম হওয়ার ২১ তম বার্ষিকী উপলক্ষে খাগড়াছড়ি শহরে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিক্ষোভ মিছিলে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা বাধা দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ১৪ জন নেতা-কর্মী আহত হন এবং ২১ জনকে পুলিশ আটক করে নিয়ে যায়।[৪৩]

[৪২] গুমের বিরুদ্ধে এই সপ্তাহটি ১৯৮১ সালে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের নিয়ে গড়ে ওঠা ফেডারেশন অফ অ্যাসোসিয়েসন অফ রিলেটিভস অফ ডিসএ্যাপিয়ার্ড ডিটেইনিস (FEDEFAM) নামের দক্ষিণ আমেরিকার একটি সংগঠন প্রথম পালন করা শুরু করে। এরপর থেকেই গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্মরণে গণমানুষের সংগঠনগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সপ্তাহটি পালন করে আসছে। ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশে একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অধীনে অনেকেই গুম হয়েছিলেন। তখন সপ্তাহটি পালন করার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল গুমের বিরুদ্ধে প্রচারণাকে ত্বরান্বিত করা।

[৪৩] **খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি নারীদের মিছিল বাধা, লাঠিপেটা, ভাঙচুর** প্রথম আলো ৮ জুন ২০১৭/ http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1209546/

২৮ মে যশোর প্রেসক্লাবে গুম হওয়া মোহাম্মদ রিজওয়ানের পরিবার রিজওয়ানকে ফিরে পাবার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করে। ছবি: অধিকার

৩০ মে বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটিতে গুম হয়ে যাওয়া কুষ্টিয়া ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ এবং আল মুকাদ্দাসের পরিবারের সদস্যরা তাঁদের ফিরে পাবার দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করেন। ছবি: অধিকার

৩১ মে ফেনী জেলায় গুম হয়ে যাওয়া যুবদল নেতা মাহাবুবুর রহমান রিপনের পরিবার মানববন্ধন ও সমাবেশের মধ্যে দিয়ে রিপনকে ফিরে পাবার দাবি জানায়। ছবি: অধিকার

১৫. জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ৫৭ জনকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ৬ জনের লাশ পাওয়া গেছে এবং ২৫ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বা তাঁদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাকি ২৬ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১৬. জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয়মাসে অনেকগুলো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বারবার দোষীদের বিচারের সম্মুখীন করার দাবি জানানো হলেও সরকার বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি অস্বীকার করছে ।

১৭. *অধিকার* এর তথ্যানুযায়ী জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ৮৫ জন ব্যক্তি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

১৮.২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাসে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে যশোর জেলার মোহাম্মদ রাসেল[৪৪] ও রাজিব[৪৫],সাতক্ষীরা জেলার বিদ্যুৎ কুমার বাছাড় ও তালহা শেখ[৪৬], মেহেরপুর জেলার সবুজ মালিথা ওরফে সাদ্দাম, রমেশ কর্মকার, কামরুজ্জামান কানন ও সোহাগ ইসলাম[৪৭], রাজবাড়ী জেলার রকিবুল হাসান বাপ্পি ও লালন মোল্লা[৪৮], ময়মনসিংহ জেলার আশরাফ উদ্দিন ঢোল[৪৯] সহ মোট ৭৯ জন বন্দুকযুদ্ধের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেক ভিকটিম পরিবার অভিযোগ করেছে যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তাঁদের স্বজনদের অনেক আগেই ধরে নিয়ে গিয়েছিল এবং পরে গুলি করে হত্যা করে তা 'ক্রসফায়ার', 'এনকাউন্টার' বা 'গানফাইট' নামে চালিয়ে দিয়েছে। এছাড়াও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে নির্যাতনে ফেনী জেলার নুরুল আমীন[৫০], রাঙ্গামাটি জেলার রোমেল চাকমা[৫১] ও সিলেট জেলার নজরুল ইসলাম বাবু[৫২] মারা গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

মেহেরপুর বন্দুকযুদ্ধে নিহত সাদ্দাম, রমেশ, কানন ও সোহাগের লাশ, ছবিঃ নয়াদিগন্ত, ১৫ মার্চ ২০১৭

নজরুল ইসলাম বাবু, ছবিঃ মানবজমিন ২১ মে ২০১৭

[৪৪] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৪৫] তিন যুবককে তুলে নিয়ে মাথায় গুলি করে হত্যা/ প্রথমআলো ৯ এপ্রিল ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-04-09/20

[৪৬] আগেই আটক করা হয়: পরিবার- সাতক্ষীরায় 'বন্দুকযুদ্ধে' দুই ব্যক্তি নিহত/ প্রথম আলো ১৩ মার্চ ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1106380/

[৪৭] নিহতেরা জোড়া খুনে জড়িত: পুলিশ- আটকের পর মেহেরপুরে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত ৪/ প্রথম আলো ১৫ মার্চ ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1108435/

[৪৮] গোয়ালন্দে র‍্যাবের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' দুই যুবক নিহত/প্রথম আলো ১৪ মে ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-05-14/2

[৪৯] Robber killed in 'gunfight'/The Dailystar 25 May 2017/ http://www.thedailystar.net/backpage/robber-killed-gunfight-1410547

[৫০] 55-year-old dies in Feni police custody/ Dhakatribune 26 March 2017/ http://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2017/03/26/pentagenarian-dies-feni-police-custody/

[৫১] Death of Romel Chakma unacceptable /দৈনিক নিউএজ, ২৪/০৪/২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/14139/death-of-romel-chakma-unacceptable

[৫২] 2 cops suspended over death of govt employee in police custody/নিউএইজ, ২১ মে ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/15988/2

১৯. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে মৃত্যুর ধরণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে অভিযুক্ত বাহিনী ও নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় নীচে দেয়া হল ঃ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধ

২০. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কারণে নিহত ৮৫ জনের মধ্যে ৭৯ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে পুলিশের হাতে ৬৭ জন, র‍্যাবের হাতে ১১ জন, সেনাবাহিনীর হাতে ১ জন নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নির্যাতনে মৃত্যু

২১. জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ৪ জন নির্যাতনের কারণে মারা গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে পুলিশের হাতে ৩ জন এবং সেনাবাহিনীর হাতে ১ জন নিহত হয়েছেন।

গুলিতে মৃত্যু

২২. উল্লেখিত সময়কালে নিহতদের মধ্যে ১ জন পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পিটিয়ে মৃত্যু

২৩. এসময়কালে পুলিশের পিটুনিতে ১ জন মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নিহতদের পরিচয়

২৪. নিহত ৮৫ জনের মধ্যে ১ জন চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী, ১ জন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র সদস্য, ১ জন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সদস্য, ২ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (লাল পতাকা)'র সদস্য, ১ জন সর্বহারা পার্টির সদস্য, ১ জন নিউ বিপ্লবি কমিউনিস্ট পার্টির (মৃণাল বাহিনী)'র সদস্য, ৪ জন জেএমবি'র সদস্য, ১ জন হরকাতুল জিহাদ এর সদস্য, ২ জন বিভিন্ন মামলার আসামী, ১ জন সাজাপ্রাপ্ত আসামি, ৬৫ জন কথিত অপরাধী এবং ৫ জনের পরিচয় জানা যায়নি।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে নির্যাতন, অমানবিক আচরণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব

২৫. রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কাজে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে। এর ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা কোন কিছুরই তোয়াক্কা না করে সাধারণ নাগরিকদের হয়রানি, তুলে নিয়ে আসা ও তাঁদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকদের হয়রানি, তাঁদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়, ঘুষ গ্রহন, তাঁদেরকে নির্যাতন এবং হত্যা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। যদিও এই সব অভিযোগের ব্যাপ্তি প্রাপ্ত তথ্যের থেকে অনেক গুন বেশী কারণ অধিকাংশ জীবিত ভুক্তভোগীরা নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁদের ওপর নির্যাতনের ঘটনাগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করতে চান না। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী ছাড়াও সাধারণ

নাগরিক , মাদ্রাসা ছাত্র, নারী এবং ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিক এই ধরনের নৃশংস পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ব্যাপারে কিছু উদাহরন দেয়া হলোঃ

২৬. পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার মাধবপুর গ্রামের মো. আব্দুস ছালাম হাওলাদারকে একই উপজেলার আদাবাড়িয়া ইউনিয়ন শাখা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. বেল্লাল হোসেন উজ্জ্বলের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের জের ধরে আটক করে বগা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ এসআই জসিম উদ্দিন খান। আব্দুস ছালাম হাওলাদারকে তদন্ত কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হয় এবং ২৫,০০০ টাকা দাবি করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৫৩] যাইফ মাশরুর নামে এক মাদ্রাসা ছাত্রের লেখা বই প্রকাশ উপলক্ষ্যে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা ঢাকার বাংলা একাডেমির বই মেলায় গেলে পুলিশ লেখক যাইফ মাশরুরসহ ১১ জনকে আটক করে শাহবাগ থানায় নিয়ে যায় এবং পরে কাউন্টার টেররিজম (সিটি) ইউনিটে তাঁদের স্থানান্তর করা হয়। দুইদিন আটক রাখার পর কোনো অভিযোগ প্রমাণ করতে না পেরে পুলিশ তাঁদের ছেড়ে দেয়।[৫৪] পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানা হেফাজতে আটক থাকা হাফিজুর রহমান বিজয় নামে এক ব্যক্তিকে সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আযম খান ফারুকীর কক্ষে নিয়ে নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৫৫] কক্সবাজার প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে জীবন আরা নামে একজন নারী উদ্যোক্তা তাঁকে রিমান্ডে এনে দাবিকৃত ৩০ লক্ষ টাকা না দেয়ার কারণে কক্সবাজার থানার এস আই মানস বড়ুয়ার বিরুদ্ধে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে নির্যাতন করার অভিযোগ করেছেন।[৫৬] নানিয়ারচর ডিগ্রি কলেজের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি নানিয়ারচর শাখার সাধারণ সম্পাদক রোমেল চাকমাকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ধরে ক্যাম্পে নিয়ে নির্যাতন করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ করেছে তাঁর পরিবার।[৫৭] ২৮ মে গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ি থেকে গোয়েন্দা পুলিশ পরিচয়ে ১০ জন লোক রেজাউল করিম নামে এক ব্যবসায়ীকে আটক করে নিয়ে যায়। একই সঙ্গে তাঁর দুটি মিনি ট্রাকও নিয়ে যায় তারা। ১ জুন বগুড়ায় অবস্থাকারী রেজাউল করিমের স্ত্রী পারভিন আক্তারকে এক ব্যক্তি ফোন করে জানান, তাঁর স্বামী ঢাকার মিন্টু রোডে গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে আছেন। পারভিন আক্তার মিন্টু রোডে গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে গেলে বাইরে তার স্বামীর মিনি ট্রাক দুটো দেখতে পান। এই সময় ফোনে যোগাযোগ হলে ডিবি পুলিশের সদস্য পরিচয়ে মোয়াজ্জেম হোসেন রেজাউল করিমের মুক্তি বাবদ পারভিন আক্তারের কাছে ৫ লক্ষ টাকা দাবি করেন। পারভিন আক্তার ৩ লক্ষ টাকা দিয়ে তাঁর স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু বাকি দুই লক্ষ টাকা না দেয়ায় তাঁকে মুক্তি দেয়নি ডিবি পুলিশ। কি অপরাধে তাঁকে আটক করা হয়েছে সেটাও ডিবি পুলিশ তাঁকে জানায়নি।[৫৮] ৬ জুন যশোর সদর উপজেলার লেবুতলা ইউনিয়নের আজমতপুর গ্রামের আহসান হাবিব সুজনকে যশোর কোতয়ালী থানার এস আই আমিনুর রহমান, এসআই জামিল আহমেদ ও এস আই বিপ্লব আটক করে ক্রস ফায়ারের ভয় দেখিয়ে ২ লক্ষ টাকা আদায় করে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৫৯] ২৯ জুন জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি থানা হাজতে জবান আলী নামে (৫০) এক ব্যক্তি মারা গেছেন। জবান আলীর জামাতা খোরশেদ আলম দাবি করেন, পুলিশের নির্যাতনে তাঁর শ্বশুর মারা গেছেন। [৬০]

---

[৫৩] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৫৪] **বইমেলা থেকে আটক মাদ্রাসা ছাত্রদের ২ দিন পর ছাড়ল পুলিশ** নয়াদিগন্ত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/195154

[৫৫] **পটুয়াখালীর সার্কেল এএসপিকে প্রত্যাহারের নির্দেশ** নয়াদিগন্ত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/199487

[৫৬] সংবাদ সম্মেলনে এসআইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ: ৩০ লাখ টাকা না পেয়ে নারী উদ্যোক্তাকে বৈদ্যুতিক শক/ যুগান্তর ১৯ এপ্রিল ২০১৭/ www.jugantor.com/last-page/2017/04/19/118433/

[৫৭] Death of Romel Chakma unacceptable /দৈনিক নিউএজ, ২৪/০৪/২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/14139/death-of-romel-chakma-unacceptable

[৫৮] তিন লাখ টাকায়ও মন গলেনি ডিবি কর্মকর্তাদের! / যুগান্তর ৮ জুন ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/06/08/130822/

[৫৯] যশোরের ৩ দারোগার বিরুদ্ধে অভিযোগ:ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে ২ লাখ টাকা আদায়/ যুগান্তর ১৪ জুন ২০১৭/ www.jugantor.com/last-page/2017/06/14/132425/

[৬০] **সরিষাবাড়ীতে পুলিশ হেফাজতে আসামির মৃত্যু** নয়াদিগন্ত ৩০ জুন ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/231702 এবং সরিষাবাড়ীতে পুলিশ হেফাজতে আসামির মৃত্যু/ যুগান্তর ৩০ জুন ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/06/30/135631/

কক্সবাজার প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশী নির্যাতনের বর্ণনা দিচ্ছেন জীবন আরা, ছবিঃ যুগান্তর, ১৯ এপ্রিল ২০১৭

রোমেল চাকমা, ছবিঃ ডেইলি স্টার, ২৪ এপ্রিল ২০১৭

কারাগারে মৃত্যু

২৭. জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ২২ জন কারা হেফাজতে অসুস্থতাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

২৮. কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে কারাগারে যাওয়ার পর কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে অনেক কারাবন্দী মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।[৬১] দেশের কারা হাসপাতালগুলোর নানান ধরনের সমস্যায় জর্জরিত থাকার বিষয়টি প্রমাণ করে যে, কারাবন্দীদের স্বাস্থ্যসেবার অবস্থা খুবই শোচনীয়। এরমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, চিকিৎসা সরঞ্জামের তীব্র অভাব এবং ৯৩ শতাংশ ডাক্তারের শূন্য পদ। কারা কর্মকর্তাদের মতে, বর্তমানে সারাদেশে ৬৮টি কারাগারে প্রায় ৭৫ হাজার কারাবন্দীর জন্য মাত্র ৬ জন স্থায়ী চিকিৎসক রয়েছেন।[৬২]

[৬১] অধিকার এর প্রাপ্ত তথ্য

[৬২] Prison hospitals in shambles/নিউএজ ১৬ মে ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/15646/prison-hospitals-in-shambles

গ.মতপ্রকাশ ও সভা-সমাবেশ করার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং নিবর্তনমূলক আইন

সভা-সমাবেশ এর অধিকার

২৯.রাষ্ট্রের যে কোন নাগরিকের সভা সমাবেশ করার অধিকার রয়েছে, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে। বর্তমানের কর্তৃত্বপরায়ন শাসন ব্যবস্থায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন চালানো হচ্ছে, ফলে রাজনৈতিক অবস্থা নিবর্তনমূলক রূপ ধারন করেছে।

৩০.রামপালে ভারতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনবিনাশী সব চুক্তি বাতিলসহ সাতদফা দাবিতে হরতাল চলাকালে হরতাল সমর্থকদের ওপর পুলিশ জলকামান ব্যবহার ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। পুলিশের হামলায় দুজন সংবাদকর্মীসহ শতাধিক হরতাল সমর্থক আহত হন।[৬৩] ৫ জানুয়ারি 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' উপলক্ষে বিএনপি আয়োজিত সারাদেশে কালো পতাকা মিছিলে পুলিশ বাধা দিয়েছে এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও পুলিশের হামলায় অনেক জায়গায় মিছিল-সমাবেশ পণ্ড হয়ে গেছে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলা শাখার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বিভিন্ন দাবীতে মাঝিয়ারা গ্রামে এক সভা করার সময় বাঞ্ছারামপুর উপজেলা যুবলীগ কর্মী ডিকো ও টুটুলের নেতৃত্বে ১০/১২ জন কর্মী সেই সভায় হামলা চালিয়ে সভা পণ্ড করে দেয়।[৬৪] জনগণতান্ত্রিক আন্দোলন নামে একটি সংগঠনের গুলশানের স্পেকট্রা কনভেনশন সেন্টারে 'সীমান্ত হত্যাঃ রাষ্ট্রের দায়' শীর্ষক এক সেমিনার পুলিশের বাধার মুখে পণ্ড হয়ে যায়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করার কথা ছিল কবি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ফরহাদ মজহার এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করার কথা ছিল আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের।[৬৫] গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির[৬৬] প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের ঢাকা শহরে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল চলাকালে শাহবাগে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের নেতা-কর্মীদের ওপর পুলিশ হামলা চালায় এবং টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করে।[৬৭] রাজশাহীর চারঘাট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাম্যবাদীদলের প্রয়াত নেতা ইনফার আলী, মোজাম্মেল হক ও মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন স্মরণে এক স্মরণসভায় জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ডাঃ ফয়জুল হাকিম তাঁর বক্তব্য দিতে শুরু করলে ৪/৫ জন স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মী অতর্কিতে সমাবেশে হামলা চালিয়ে সমাবেশের চেয়ার ভাংচুর করে এবং ডাঃ ফয়জুল হাকিমকে লাঞ্ছিত করে।[৬৮] রানা প্লাজা ধ্বসে নিহত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আসা তাঁদের স্বজনদের ধসে পড়ার জায়গায় দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে বাধা দেয় পুলিশ। এই সময় সাভার রানা প্লাজা সারভাইভারস্ অ্যাসোসিয়েশন ও গার্মেন্টস্ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন

---

[৬৩] সংবাদকর্মীসহ কয়েকজন আহত: জাতীয় কমিটির হরতালে শাহবাগে ধাওয়া, কাঁদানে গ্যাস/প্রথম আলো ২৭ জানুয়ারি ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1068233/

[৬৪] **নীকাব কমিউনিস্ট পার্টি সভায় যুবলীগ কর্মীদের হামলা** নয়াদিগন্ত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/195131

[৬৫] অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য

[৬৬] গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) ১ মার্চ থেকে প্রথম দফা এবং ১ জুন থেকে দ্বিতীয় দফায় গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে। বিইআরসি আদেশ অনুযারি মার্চ মাস থেকে আবাসিক গ্রাহকদের এক চুলার জন্য (পূর্বে ৬০০) ৭৫০ ও আগামী জুন মাস থেকে ৯০০ টাকা এবং দুই চুলার জন্য (পূর্বে ৬৫০) ৮০০ ও আগামী জুন মাস থেকে ৯৫০ টাকা বিল দিতে হবে। www.jugantor.com/first-page/2017/02/24/103632/

[৬৭] ২৮ ফেব্রুয়ারী অধিকার এর সংগৃহীত তথ্য / গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে কয়েকটি বাম দলের হরতাল: হরতালকারীদের ওপর পুলিশের হামলায় আহত ২৫/ প্রথম আলো ১ মার্চ ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1093867/

[৬৮] ৭ এপ্রিল অধিকার এর সংগৃহীত তথ্য

কেন্দ্র মিছিল নিয়ে ফুল দিতে গেলে পুলিশ তাদের ধাওয়া করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।[৬৯] ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জের হযরতপুর ইউনিয়নে বিএনপির চেয়ারপরসনের উপদেষ্টা আমানউল্লাহ আমানের বাড়ির পাশে বায়তুল আমান জামে মসজিদের ভেতরে বিএনপি আয়োজিত ইফতার মহফিলে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালিয়ে ইফতার মহফিল পণ্ড করে দেয়।[৭০] এই ঘটনায় দায়ি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো আমানউল্লাহ আমানসহ ১৭৯ জনের বিরুদ্ধে হযরতপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাহের আলী কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় মামলা দায়ের করেছেন। এই মামলায় আরো অজ্ঞাত ৩০০/৪০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।[৭১]

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির হরতাল চলাকালে শাহবাগে জাতীয় কমিটির এক কর্মীকে মারধর করছে পুলিশ। ছবি: প্রথম আলো, ২৭ জানুয়ারি ২০১৭

মিরপুরে রামপাল বিরোধী হরতালের কভারেজের সময় ঢাকা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে পুলিশ লাঞ্ছিত করে। ছবিঃ ঢাকা ট্রিবিউন ২৬ জানুয়ারি ২০১৭

[৬৯] রানা প্লাজা ধসের ৪ বছর : পুলিশি বাধায় শ্রদ্ধা জানানো হলো না স্বজনদের/ প্রথম আলো ২৫ এপ্রিল ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1156811/, http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-04-25/4

[৭০] কেরানীগঞ্জে আ'লীগের হামলায় বিএনপির ইফতার পণ্ড/ যুগান্তর ৩ জুন ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/06/03/129490/

[৭১] কেরানীগঞ্জে বিএনপির ইফতার মাহফিলে হামলা:আমানসহ ৫ শতাধিক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা/ মানবজমিন ৬ জুন ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=68593&cat=9/

২৫ ফেব্রুয়ারি গুলশান থানার পুলিশ জনগণতান্ত্রিক আন্দোলন নামের একটি সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত গুলশানের স্পেকট্রা কনভেনশন সেন্টারে 'সীমান্ত হত্যাঃ রাষ্ট্রের দায়' শীর্ষক সেমিনারটি বন্ধ করে দেয়। ছবিঃ নিউএইজ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

হরতালের সময় শাহবাগে অবস্থান নেন বিভিন্ন বাম দলের নেতা-কর্মীরা। পুলিশ এই সময় বেশ কয়েকজন হরতাল সমর্থককে আটক করে। ছবিঃ প্রথম আলো, ১ মার্চ ২০১৭

রানা প্লাজায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের কর্মসূচিতে বাধা দেয় পুলিশ। ছবিঃ প্রথম আলো, ২৫ এপ্রিল ২০১৭

কেরানীগঞ্জের হযরতপুরে মসজিদে শুক্রবার বিএনপির ইফতার মাহফিলে আওয়ামী লীগের হামলা। ছবিঃ যুগান্তর, ৩ জুন ২০১৭

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ এবং ২০১৩)

৩১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ এবং ২০১৩) বলবৎ আছে। ফেসবুকে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবার এর বিরুদ্ধে লেখার জন্য নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ এবং ২০১৩) ব্যবহার করে ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ১৩ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৩২. সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ফেসবুকে ছবি, পোস্ট ও স্ট্যাটাস দেয়ার অভিযোগে আরমান সিকদার,[৭২] সুমন হোসেন[৭৩], হাবুল খলিফা,[৭৪] চৌধুরী ইরাদ আহমেদ সিদ্দীকি,[৭৫] মোহাম্মদ বেলাল হোসেন,[৭৬] শাহেদ আলম,[৭৭] মনিরুল ইসলাম,[৭৮] মাকসুদা আক্তার সুমিকে[৭৯] পুলিশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার করে। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আফসান চৌধুরীর বিরুদ্ধে ফেসবুকে অসত্য বক্তব্য দেয়ার অভিযোগ এনে অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাসুদ চৌধুরী ৫ জুন গুলশান থানায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন।[৮০] হবিগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য আবদুল মজিদ খানসহ আওয়ামী লীগের ৮০ জন সংসদ সদস্য আসন্ন সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাচ্ছেন না এরকম সংবাদ প্রকাশ করায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে দায়ের করা মামলায় হবিগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক হবিগঞ্জ সমাচার পত্রিকার সম্পাদক গোলাম মোস্তফা রফিককে পুলিশ গ্রেফতার করে।[৮১]

---

[৭২] **প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য বিকৃত করার অভিযোগে ছাত্রমৈত্রীর নেতা গ্রেফতার** নয়াদিগন্ত ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/193544

[৭৩] লক্ষ্মীপুরে প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কটূক্তি,গ্রেপ্তার ১/ মানবজমিন ৬ এপ্রিল ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=60335&cat=9/

[৭৪] গৌরনদীতে যুবদল কর্মী গ্রেপ্তার/ মানবজমিন ৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=52388&cat=9/

[৭৫] বিএনপির সাবেক নেতার ছেলে ইরাদ রিমান্ডে/ প্রথম আলো ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1088554/

[৭৬] Bhola imam held for Facebook post/ঢাকা ট্রিবিউন ২০ মার্চ ২০১৭/ http://www.dhakatribune.com/epaper/2017/03/20/monday-march-20-2017/

[৭৭] ফেসবুকে কটূক্তি, যুবক গ্রেপ্তার/ মানবজমিন ১০ এপ্রিল ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=60909&cat=9/

[৭৮] ফেসবুকে কটূক্তি:সাতগাঁও রাবার বাগান কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রিমান্ড আবেদন/ মানবজমিন ১৮ এপ্রিল ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=61899&cat=9/

[৭৯] **দিনাজপুরে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে মন্তব্য করায় ফেসবুক ইউজার আটক/** নয়াদিগন্ত ২৩ মে ২০১৭/ যঃঃঢ়://ািি.ফধরষুহধুধফরমধহঃধ.পড়স/ফবঃধরষ/হবংি/২২২২৭১

[৮০] আফসান চৌধুরীর বিরুদ্ধে আইসিটি আইনে মামলা/ যুগান্তর ৮ জুন ২০১৭/ www.jugantor.com/city/2017/06/08/130861/

[৮১] আইসিটি আইনে মামলা:হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি গ্রেপ্তার/ প্রথম আলো ১৩ জুন ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1215846/

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৩৩.সংবাদ মাধ্যমের ওপর বর্তমানে যে হস্তক্ষেপ চলছে তা ব্যাপকভাবে শুরু হয় ২০১৩ সাল থেকে। ২০১৩ সালে আমার দেশ, দিগন্ত টিভি এবং ইসলামিক টিভি বন্ধ করে দেয়া হয়, যা এখনও বলবৎ আছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক বিবেচনায় আরও অনেকগুলো নতুন বেসরকারি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার অনুমোদন দিয়েছে সরকার, যেগুলোর মালিকরা সবাই সরকারের সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তি। ১৯ জুন অনলাইন সংবাদমাধ্যমকেও সম্প্রচার কমিশনের অধীনে এনে 'জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭' এর খসড়া অনুমোদন করেছে মন্ত্রীসভা। সম্প্রচার আইনের ১৯ ধারা লঙ্ঘন করলে অনধিক সাত বছরের কারাদণ্ড এবং ৫ কোটি টাকা অর্থদণ্ডর করা যাবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।[৮২] এই নিবর্তনমূলক আইনের মাধ্যমে সরকার অনলাইন সংবাদমাধ্যমকেও নিয়ন্ত্রণ করবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এছাড়া পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সরকারিদলের সমর্থক দুর্বৃত্তদের হামলায় সাংবাদিকদের নিহত বা আহত হওয়ার ঘটনা অব্যাহত আছে। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তাঁদের গ্রেফতার করার ঘটনাও ঘটেছে।

৩৪.*অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ১ জন নিহত, ১০ জন সাংবাদিক আহত, ২ জন লাঞ্ছিত, ৯ জন হুমকির সম্মুখীন এবং ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

৩৫.তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ ও বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির ডাকা হরতাল চলাকালে শাহবাগে হরতাল সমর্থকদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের দৃশ্য ধারণ করতে গেলে এটিএন নিউজের ক্যামেরাপার্সন আবদুল আলিমকে পুলিশ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে চারপাশ ঘিরে বুট ও লাঠি দিয়ে আঘাত করতে থাকে এবং শাহবাগ থানার ভেতরে নিয়ে পেটায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময় এটিএন নিউজের রিপোর্টার ইহসান বিন দিদার আবদুল আলিমকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেলে পুলিশ তাঁকেও পেটায়।[৮৩] সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরের পৌরসভার মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরুর গুলিতে সাংবাদিক ও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল নিহত হন।[৮৪] মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকার কালকিনি প্রতিনিধি শহিদুল ইসলাম এনায়েত নগর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের নির্বাচনী প্রচারনার ছবি তুলতে গেলে তাঁর ওপর আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী বাদল তালুকদার ও তাঁর সমর্থকরা হামলা চালায় এবং শহিদুল ইসলামের কাছ থেকে মোবাইল ফোন ও ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে তাঁকে পেটায়। এই ঘটনায় সাংবাদিক শহিদুল ইসলাম কালকিনি থানায় মামলা করতে গেলে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের চাপে পুলিশ শহিদুল ইসলামের মামলা না নিয়ে উল্টো চাঁদাবাজির একটি বানোয়াট মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে।[৮৫] ঢাকার বনানীতে অবস্থিত রেইনট্রি হোটেলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রীর ধর্ষণ ঘটনায় রেইনট্রি হোটেলের মালিক ঝালকাঠি-১ আসনের ক্ষতাসীনদল আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য বজলুল হক হারুণ সম্পর্কে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ফেইসবুকে শেয়ার ও লাইক দিলে দৈনিক বরিশাল প্রতিদিন পত্রিকার কাঁঠালিয়া প্রতিনিধি এইচ এম বাদলকে কাঁঠালিয়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া শিকদার ও তার সহযোগীরা রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে।[৮৬]

---

[৮২] আইন ভঙ্গ করলে ৭ বছর জেল ৫ কোটি টাকা জরিমানা/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ২০ জুন ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/first-page/2017/06/20/241437

[৮৩] সাংবাদিককে পুলিশের বেধড়ক পিটুনি/ মানবজমিন ২৭ জানুয়ারি ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=50934&cat=2/ এবং যুগান্তর ২৭ জানুয়ারি ২০১৭/নিরুত্তাপ হরতালে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ/ www.jugantor.com/first-page/2017/01/27/96496

[৮৪] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[৮৫] মাদারীপুরে গাছের সাথে সাংবাদিককে বেঁধে নির্যাতন/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ৯ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/country/2017/04/09/221981

[৮৬] প্রসঙ্গ রেইনট্রি হোটেল: কাঁঠালিয়ায় সাংবাদিক পেটালেন উপজেলা চেয়ারম্যান/ যুগান্তর ১৮ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/05/18/125553/

আমার দেশ পাবলিকেশনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফিরোজা মাহমুদের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন গত ১১ জুন রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করে।[৮৭] এর প্রতিবাদে গত ১২ জুন ঢাকার রিপোর্টাস ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলন করে ফিরোজা মাহমুদের স্বামী আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান বলেন, তাঁর পুরো পরিবারকে ধ্বংস করতে তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদককে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। তাঁর স্ত্রী রিয়েল স্টেট এজেন্টের দেয়া হলফনামার ভিত্তিতে এবং রাজউকের নির্ধারিত মূল্যে সম্পত্তি ক্রয় করেছেন। একজন ক্রেতা যদি কোনো দোকান থেকে সরকারি সংস্থার নির্ধারিত মূল্যে কোনো পণ্য ক্রয় করেন, সে ক্ষেত্রে শুধু ক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা করার আইনগত কোনো ভিত্তি নাই। এই মামলা শুধু হয়রানী করার জন্য করা হয়েছে।[৮৮] উল্লেখ্য দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কার্যাবলী প্রতিরোধের লক্ষ্যে এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গঠন করা হয়। এই আইনের ২ অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'এই কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হইবে'। আইনানুযায়ী দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার কথা থাকলেও দুদক সে দায়িত্ব পালন করছে না। দুদক যে ক্ষমতাসীনদলের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করছে তা তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে।

তেল-গ্যাস খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা কমিটির ডাকা হরতালে শাহবাগে এটিএন নিউজের ক্যামেরাম্যান আলিমকে বেধড়ক পেটাচ্ছে পুলিশ। ছবিঃ যুগান্তর, ২৭ জানুয়ারি ২০১৭

নিহত সাংবাদিক আব্দুল হাকিম শিমুল, ছবিঃ অধিকার

[৮৭] মাহমুদুর রহমানের স্ত্রীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলা/ যুগান্তর ১২ জুন ২০১৭/ www.jugantor.com/second-edition/2017/06/12/132088/
[৮৮] মাহমুদুর রহমানের অভিযোগ: ফিরোজার বিরুদ্ধে দুদককে লেলিয়ে দিয়েছে সরকার/ প্রথম আলো ১৩ জুন ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1215096/

আহত সাংবাদিক এইচ এম বাদল। ছবিঃ যুগান্তর ৩০ মে ২০১৭

ঘ. গণপিটুনীতে মৃত্যু

৩৬.জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ২১ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন বলে জানা যায়।

৩৭.প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিচার ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা থেকেই মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে।

ঙ. শ্রমিকদের অধিকার

৩৮.শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন নির্যাতন, মালিকপক্ষের গাফলতির কারনে শ্রমিকদের মৃত্যু এবং কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা এই ছয় মাসেও অব্যাহত ছিল। ইনফরমাল সেক্টরে কাজ করা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কোন নীতিমালা না থাকার কারণে এই সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে শোষণের শিকার হচ্ছেন।

তৈরি পোশাক শিল্প

৩৯.জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে ১৭৬ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় পুলিশের লাঠিচার্জে ও কারখানার মালিকপক্ষের লোকদের আক্রমণে ১১৬ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। এছাড়া আগুনে পুড়ে ও আগুন লাগার পর থেকে বের হতে যেয়ে সেই সব ভবনে পদদলিত হয়ে ৬০ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

৪০.২০১৬ সালে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পোশাক শিল্পের ২ হাজার ২৬৭ টি কারখানা পরিদর্শন করে কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই)। ডিআইএফই এর তথ্য অনুযায়ী দেশের তৈরি পোশাক কারখানার এক-তৃতীয়াংশ এখনও 'সি' গ্রেডের রয়েছে। এই সব কারখানা কোনো কমপ্লায়েন্স মেনে চলে না।[৮৯]

[৮৯] এখনো এক- তৃতীয়াংশ পোশাক কারখানায় কর্মপরিবেশ নেই/ মানবজমিন ২৪ এপ্রিল ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=62689&cat=6/-

৪১. ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (আইটিইউসি) শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত একটি রিপোর্টে গ্লোবাল রাইটস ইনডেক্স ২০১৭ অনুযায়ী নিচের সারির ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম বলে উল্লেখ করেছে। গত ১৩ জুন আইটিইউসি ১৩৯টি দেশের ওপর গবেষণা করে এই রিপোর্ট প্রকাশ করে। রিপোর্টে বলা হয় যে, অনেক দেশে শ্রমিকদের সহিংসতার শিকার হওয়া ও হুমকি পাওয়ার হার শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা সরকার কর্তৃক বিশেষ করে শিল্প পুলিশ ও কর্মকর্তা কর্তৃক ভোগান্তির শিকার হচ্ছে যা, ২০১৭ সালেও অব্যাহত আছে।[৯০]

৪২. গাজীপুর জেলার টঙ্গী উপজেলার উত্তর আউচপাড়া এলাকায় এপ্রিল ফ্যাশন লিঃ[৯১], গাজীপুর সিটি করপোরেশনের বোর্ডবাজার সাইনবোর্ড এলাকায় ইস্ট-ওয়েস্ট গ্রুপের পোশাক কারখানা, ঢাকার রামপুরায় অবস্থিত লিরিক ইন্ডাস্ট্রিজ,[৯২] ঢাকা জেলার আশুলিয়ার জামগড়ায় শেড ফ্যাশন লিমিটেড, নারায়ণগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ উপজেলার যাত্রামুড়া এলাকায় প্যাসিফিক স্পিনিং মিলস লিমিটেড কোম্পানী এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার ভূঁইগড়ে অবস্থিত কানন নীট ফ্যাশন শ্রমিকরা বকেয়া বেতন-ভাতা, বেতন-ভাতা না দিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, পিস রেট বৃদ্ধি, মাতৃত্বকালীন ছুটি, মে দিবস ও শবেবরাতের ছুটি না দেয়ায় বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। এই সময় পুলিশ শ্রমিকদের ওপর হামলা করে অনেককে আহত করে। গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার বাড়ইপাড়া এলাকার হেসং বিডি লি. নামের একটি তৈরি পোশাক কারখানার বিনা নোটিসে ১ হাজার ৭৩৩ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করে কারখানা কর্তৃপক্ষ। সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে গেলে কারখানার ফটকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দেখতে পান। এর প্রতিবাদে কারখানা ফটকের সামনে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন।[৯৩]

অন্যান্য শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের পরিস্থিতি

৪৩. চট্টগ্রাম রপ্তানী প্রক্রিয়াজাত অঞ্চল (সিইপিজেড)-এর ৩ নম্বর রোডে চীনা মালিকানাধীন বনশো নামে একটি জুতা তৈরির কারখানার শ্রমিকরা শ্রমিক ছাঁটাইকে[৯৪] কেন্দ্র করে বিক্ষোভ করে এবং কারখানার ভেতরে ভাংচুর করে। এতে মালিক পক্ষ কারখানাটি দুই দিনের জন্য বন্ধ করে দেন।[৯৫] ঢাকা মহানগরীর বংশালের সাতরওজা এলাকায় ফয়সল অ্যান্ড সেবা নামে একটি জুতা কারখানায় থাকা কেমিক্যালের ড্রামে আগুন লেগে তারেক মাহমুদ (১৭), মোহাম্মদ কামাল (২৫) নামে দুই শ্রমিক দগ্ধ হন এবং মোহাম্মদ হানিফ মিয়া (২৫) নামে আরেকজন আহত হন।[৯৬] নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার কাঁচপুর এলাকায় রহিম স্টিল মিলে আগুন লেগে ইউসুফ আলী (৫৫) নামে একজন শ্রমিক মারা গেছেন।[৯৭]

---

[৯০] Bangladesh among worst 10 countries for workers' rights /নিউএজ ২২ জুন ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/18324/

[৯১] ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে শ্রমিক বিক্ষোভ/ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/country-village/2017/02/14/207805

[৯২] গাজীপুরে পোশাক কারখানায় শ্রমিক বিক্ষোভ, ভাঙচুর/ মানবজমিন ১০ মার্চ ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=56706&cat=9/

[৯৩] ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে শ্রমিক বিক্ষোভ/ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/country-village/2017/02/14/207805

[৯৪] শ্রমিকরা অভিযোগ করেছে, মালিক পক্ষ শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ী না করার জন্য এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না দেয়ার জন্য কৌশলে কিছুদিন পরপরই পুরানো শ্রমিকদের ছাঁটাই করে আবার নতুন করে শ্রমিক নিয়োগ করে। ৪/৫ মাস পর আবার তাদের বিদায় করে দিয়ে নতুন শ্রমিক নিয়োগ দেয়। মালিক পক্ষ আবারো ২ শতাধিক শ্রমিককে ছাঁটায়ের জন্য তালিকা তৈরি করলে তা নিয়ে এই অসন্তোষের শুরু হয়।

[৯৫] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৯৬] **জুতার কারখানায় দুই শ্রমিক দগ্ধ** নয়াদিগন্ত ১৮ জানুয়ারি ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/188349 এবং Two burnt in Bangshal shoe factory fire/দি ট্রিবিউন ১৮ জানুয়ারি ২০১৭/ http://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2017/01/17/two-burnt-bangshal-shoe-factory-fire/

[৯৭] **কাঁচপুরে আজলো স্টিল মিলের শ্রমিক নিহত** নয়াদিগন্ত ১১ জানুয়ারি ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/186380

চ. 'চরমপন্থা' ও মানবাধিকার

৪৪. বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। রাষ্ট্র মানুষের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো কেড়ে নিচ্ছে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশে বাধা দেয়াসহ বিরোধী মত প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এক সংঘাতময় পরিস্থিতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে। 'চরমপন্থী' দমনের নামে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের সময় নারী ও শিশুদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে এবং অনেকেই গুম হচ্ছেন,[৯৮] অন্যদিকে কথিত 'চরমপন্থীরা' আত্মঘাতী হামলা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ আছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ধর্মীয় 'চরমপন্থার' বিরুদ্ধে যে অভিযান পরিচালনা করছে, তার বেশীরভাগ ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে তারা প্রায় একইরকম বর্ননা দিচ্ছে। এই যাবতকালে 'বন্দুকযুদ্ধ', 'ক্রসফায়ার' বা 'এনকাউন্টারের' নামে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মৃত্যুতে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী যে ধরনের বর্ণনা দিয়েছে, প্রায় একইরকমভাবে 'চরমপন্থা' দমনের ক্ষেত্রেও বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ ২০১৬ সালের জুলাইতে হলি আর্টিজানে হামলার পর থেকে যতগুলো অভিযান পরিচালিত হয়েছে তাতে ৩/৪ মাসের শিশু এবং নারীসহ অনেক সন্দেহভাজন ব্যক্তি মারা গেছেন অথবা 'আত্মহত্যা' করেছেন এবং অনেকেই গ্রেফতার হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে থাকা অবস্থায় মারা গেছেন বলে জানা গেছে। এছাড়া ধারালো অস্ত্র নিয়ে 'চরমপন্থীদের' হামলার কথা উল্লেখ করা হলেও পরে তাঁদের বাসা থেকে গুলি-পিস্তল উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ জানাচ্ছে। ফলে এই ধরণের অভিযানে সত্যিকার অর্থে কি ঘটেছিল এবং ঘটছে সেই সর্ম্পকে জনগণের মধ্যে স্বচ্ছ কোনো ধারণা নাই।[৯৯]

৪৫. ২০১৬ সালের জুলাই থেকে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত চরমপন্থি আস্তানা সন্দেহে অনেকগুলো অভিযান পরিচালনা করে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। এতে মোট ৬৫ জন নিহত হয়েছেন। যার মধ্যে ৫ জন শিশু এবং ৬ জন নারী।

৪৬. চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি বাড়িতে,[১০০] সিলেট মহানগরের দক্ষিণ সুরমায় আতিয়া মহল নামের একটি বাড়িতে,[১০১] মৌলভীবাজার শহরের বড়হাট আবুশাহ দাখিল মাদ্রাসা গলিতে একটি দোতালা বাড়িতে,[১০২] ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুরের বজরাপুরে হঠাৎপাড়ায় একটি বাড়িতে,[১০৩] চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে[১০৪] এবং রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ীর মাটিকাটা ইউনিয়নের বেণীপুরের ভ্রাম্যমাণ কাপড় ব্যবসায়ী সাজ্জাদ আলীর বাড়িতে[১০৫] 'চরমপন্থি' আস্তানা সন্দেহে পুলিশের স্পেশাল উইপনস অ্যান্ড ট্যাকটিকস (সোয়াট) টিম, সেনাবাহিনী, র‍্যাব, কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট এবং পুলিশের সদস্যরা অভিযান চালায়। এতে নারী ও শিশুসহ ২৫ জন 'চরমপন্থী' নিহত হন বলে জানান আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী। এর মধ্যে কয়েকজন খুবই অল্প বয়সী শিশু নিহত হন। এই সব ঘটনায় র‍্যাবের গোয়েন্দা শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবুল কালাম আজাদ ও দুই পুলিশ কর্মকর্তাসহ ছয়জন নিহত হন।

---

[৯৮] অপারেশন হিট ব্যাক: বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন সাত লাশের চারটিই শিশুর/ প্রথম আলো ১ এপ্রিল ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1130046/

[৯৯] Extremism tackling narrative warrants transparency /নিউএজ ২৯ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/14532/extremism-tackling-narrative-warrants-transparency

[১০০] সীতাকুণ্ডের জঙ্গি আস্তানায় ১৯ ঘণ্টার শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান: আত্মঘাতী নারীসহ নিহত ৫/ প্রথম আলো ১৭ মার্চ ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1110904/

[১০১] সিলেটে হামলার দায় স্বীকার আইএসের/ বাংলা ট্রিবিউন/ ২৬ মার্চ ২০১৭/ www. bangl at r i bune. com/ count r y/ news/ 192271

[১০২] সাত দেহ ছিন্নভিন্ন/ প্রথম আলো ৩১ মার্চ ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1129056/

[১০৩] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১০৪] চার জঙ্গি নিহত/ মানবজমিন ২৮ এপ্রিল ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=63307&cat=2/

[১০৫] ৩৫ ঘণ্টার অপারেশন 'সান ডেভিল':রাজশাহীতে ফায়ার সার্ভিস কর্মী ও ৫ জঙ্গি নিহত/ যুগান্তর ১৩ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/05/13/124093/

'আতিয়া মহলের' কাছে বোমা বিস্ফোরণে আহত একজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছবিঃ প্রথম আলো, ২৫ মার্চ ২০১৭

বোমা বিস্ফোরণে আহত কয়েকজন সড়কের ওপর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। ছবিঃ প্রথম আলো, ২৫ মার্চ ২০১৭

৪৭.নরসিংদী শহরের গাবতলী উত্তরপাড়া এলাকার একটি এক তলা বাড়িতে সিলেটের 'আতিয়া মহল'[১০৬] থেকে পালিয়ে আসা কয়েকজন 'চরমপন্থী' আস্তানা গেড়েছেন এমন সংবাদ পেয়ে র‍্যাব বাড়িটি ঘিরে রাখে। ঘিরে থাকা ব্যক্তিরা বিভিন্ন সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাবি করেন তাঁরা আওয়ামী লীগের কর্মী এবং ষড়যন্ত্রের শিকার। এরপর আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে র‍্যাব একে একে পাঁচজনকে ওই বাড়ি থেকে বের করে আনে এবং র‍্যাবের গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের। পাঁচজনের মধ্যে দুই জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দায়ের করা হয় বলে জানায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং বাকি তিনজনকে তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।[১০৭]

ছ. মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর হত্যাযজ্ঞ ও গণধর্ষণের অভিযোগ

৪৮.রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর নির্যাতন ও তাঁদের মিয়ানমার থেকে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া নতুন নয়। বহু শতক ধরে মিয়ানমারের অধিবাসী হলেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অজুহাতে ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠি রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সরকার বেশ কয়েকবার বড় ধরণের অভিযান চালায়। এই অভিযানগুলোতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সদস্যরা 'এথনিক ক্লিনজিং'- এর শিকার হচ্ছেন। রোহিঙ্গাদের গণহত্যা, গুম, ধর্ষণ, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে । ১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মূলতঃ রোহিঙ্গাদের প্রতি রাষ্ট্রীয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। যা সম্প্রতি অং সান সু চি-র সরকারের আমলে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

৪৯.২০১৬ সালের ৯ অক্টোবরের ঘটনার[১০৮] পরে অধিকার বাংলাদেশের কক্সবাজারের কুতুপালং, নয়াপাড়া, লেদা আশ্রয়শিবিরসহ বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেয়া মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা ভিকটিম ও তাঁদের

[১০৬] সিলেট মহানগরের দক্ষিণ সুরমায় চরমপন্থি আস্তানা সন্দেহে আতিয়া মহল নামের একটি বাড়িতে চরমপন্থীরা অবস্থান করছে-এমন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ গত ২৩ মার্চ ২০১৭ রাত আড়াইটা থেকে বাড়িটি ঘিরে রাখে। অভিযান চালাতে ঢাকা থেকে সোয়াটের একটি এবং সেনাবাহিনীর আরেকটি দল ২৪ মার্চ ২০১৭ সিলেটে পৌঁছায়। রাতভর বাড়িটি ঘিরে রাখার পর ২৫ মার্চ সকাল থেকে সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো দল 'অপারেশন টোয়াইলাইট' অভিযান শুরু করে এবং সকাল ১১টার দিকে ভবনটিতে বসবাসকারী ৭৮ জনকে উদ্ধার করা হয়। এ অভিযানের মধ্যেই ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় দুই দফা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এবং অনেকেই হতাহত হন। এরপর ২৬ মার্চ ২০১৭ দিনব্যাপী চালানো অভিযানের পর ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় অভিযান পরিচালনাকারী সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে এক প্রেস ব্রিফিং-এ জানানো হয় যে, ওই ভবনের নিচতলায় চারজনের মরদেহ পড়ে রয়েছে। এর মধ্যে তিনজন পুরুষ এবং একজন নারী। তাঁরা বলেন দুটি মরদেহে আত্মঘাতী বেল্ট লাগানো ছিল।

[১০৭] নরসিংদীর 'জঙ্গি আস্তানা'য় অভিযান: ৫ জনের আত্মসমর্পণ পরিবারে হস্তান্তর ৩ তরুণ/ যুগান্তর ২২ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/05/22/126472/

[১০৮] ২০১৬ সালের ৯ অক্টোবর ভোরে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের কাছে মিয়ানমার সীমান্ত পুলিশের তিনটি ছাউনিতে অজ্ঞাতনামা গোষ্ঠীর সমন্বিত এক হামলায় ৯ জন পুলিশ অফিসার নিহত হন

পরিবারগুলোর মধ্যে একশরও বেশী পরিবারের সঙ্গে কথা বলে এবং তাঁদের কাছ থেকে গণধর্ষণ, নির্যাতন, শিশুসহ পরিবারের পুরুষ সদস্যদের গুলী করে হত্যা ও পুড়িয়ে হত্যা, গুম এবং যুবতী মেয়েদের মিলিটারি ক্যাম্পগুলোতে ধরে নিয়ে যৌনদাসীতে পরিণত করার বিষয়গুলো জানতে পারে। মিয়ানমারে মেয়ে শিশুদের গণধর্ষণ ও হত্যা, (সন্তানের সামনে মাকে; বাবা-মার সামনে মেয়েকে; ভাইয়ের সামনে বোনকে কিংবা স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যা) এবং মেয়ে শিশু ও নারীদের মিলিটারি ক্যাম্পগুলোতে ধরে নিয়ে যৌন দাসী হিসেবে আটকে রাখা হয়।

৫০. গত ৮-২৩ জানুয়ারি ২০১৭ জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালযের ৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা ২২০ জনের বেশি রোহিঙ্গার সাক্ষাৎকার নেয়। এই সাক্ষাৎকার গুলোর উপর ভিত্তি করে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা থেকে প্রকাশিত জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কার্যালয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "এই নির্মূল অভিযানে" সম্ভবত শত শত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী রোহিঙ্গা মুসলিমদের হত্যা করেছে ও গণধর্ষণ চালিয়েছে, নবজাতক, শিশু-কিশোর, নারী এবং প্রাপ্তবয়স্কদের হত্যা করেছে; পলায়নরত মানুষের ওপর গুলি চালিয়েছে; গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে; গণহারে আটক করেছে; ব্যাপক ও পরিকল্পিত ধর্ষণ এবং যৌন সহিংসতার ঘটনা ঘটিয়েছে; উদ্দেশ্যমূলকভাবে খাদ্য এবং খাদ্যের উৎস ধ্বংস করেছে বলে তা নিশ্চিত করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। প্রতিবেদনে আরো বলা হয় যে, মিলিটারিদের অভিযানের কারণে রাখাইন রাজ্যের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরাঞ্চল থেকে প্রায় ৬৬ হাজার মানুষ পালিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তবে সম্প্রতি জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা বিষয়ক কার্যালয় পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের সংখ্যা ৬৯ হাজার বলে উল্লেখ করেছে।[১০৯]

৫১. রোহিঙ্গা পরিবারগুলো অভিযোগ করেছে, শুধুমাত্র মিয়ানমার সরকার কিংবা মিলিটারি নয়, স্থানীয় বৌদ্ধ চরমপন্থীরাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রোহিঙ্গাদের নির্যাতন-নিপীড়িন করছে। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের পর্যাপ্ত শিক্ষা-চিকিৎসাসহ কোন মৌলিক অধিকার দেয়নি। এছাড়াও, রোহিঙ্গারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা, ধর্মীয় রীতি অনুসরন, বিয়ে করা, সন্তান নেয়াসহ সম্পত্তি অর্জনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে।

জ. ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির মানবাধিকার লঙ্ঘন

৫২. ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির মানুষের ওপর আক্রমন অব্যাহত আছে।

৫৩. নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার ভুলতা এলাকার স্বর্গীয় কালাচাঁন পালবাড়ী রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরে,[১১০] গাজিপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার মোক্তারপুর ইউনিয়নের বড়গাঁও বাজারের রমাই ঠাকুর দূর্গা মন্দিরে,[১১১]গোপাল গঞ্জের টুঙ্গিপাড়া দুর্গা মন্দিরে[১১২], বরিশালের আগৈলঝাড়ার মন্দিরে,[১১৩] সুনাম গঞ্জের তাহিরপুর কালি মন্দিরে,[১১৪] সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে কালি মন্দিরে[১১৫] ও জয়পুরহাট বড় শিবালয় মন্দিরে[১১৬] দুর্বৃত্তরা প্রতিমা ভাংচুর করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১১৭] ১ জুন খাগড়াছড়ি সদরের খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা এলাকার চারমাইল এলাকায়

---

[১০৯] http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21142&LangID=E

[১১০] **রূপগঞ্জে রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরে প্রতিমা ভাংচুর আহত** সমকাল ১৫ জানুয়ারী ২০১৭/ http://bangla.samakal.net/2017/01/15/263055

[১১১] কালীগঞ্জে মন্দিরে প্রতিমা ভাংচুরের অভিযোগ/ যুগান্তর ২২ জানুয়ারী ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/01/22/95193/

[১১২] 50 sued over Gopalganj idols vandalism/ নিউএজ ৭ জানুয়ারী ২০১৭/ http://epaper.newagebd.net/07-01-2017/4

[১১৩] **আগৈলঝাড়ায় মন্দিরে মূর্তি ভাঙচুর** নয়াদিগন্ত ১০ জানুয়ারী ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/186040

[১১৪] **তাহিরপুরে ১৫টি মূর্তি ভাঙচুর করেছে সন্ত্রাসীরা** নয়াদিগন্ত ১৩ মার্চ ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/203007

[১১৫] Idols desecrated at two temples in Sirajganj /ঢাকা ট্রিবিউন ২৯ মার্চ ২০১৭/ http://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2017/03/28/idols-desecrated-temples-sirajganj/

[১১৬] জয়পুরহাটে মন্দিরে ভাঙচুর/ প্রথম আলো ২৭ মে ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1195451/

[১১৭] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

রাস্তার পাশের জঙ্গল থেকে রাঙ্গামাটি লংগদু উপজেলার সদর ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলামের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে স্থানীয় ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির সদস্যরা জড়িত বলে অভিযোগ করে স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা মিছিল করে রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলা সদরে যায়। যাওয়ার পথে মিছিল থেকে তিনটিলা গ্রামসহ উপজেলা সদরের আশে পাশের ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠি সদস্যদের এলাকায় হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করে এবং বিভিন্ন বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।[১১৮] অন্তত ২০০ বাড়ি আগুনে পুড়ে যায়।[১১৯] ৮ মে ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জে দুবৃর্ত্তদের হামলায় গুরুতর আহত হন আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদের ইমাম মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান (২৮)। এই ঘটনায় আবদুল আহাদ মোহাম্মদ মাহমুদুল্লা নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।[১২০]

ঝ. নারীর প্রতি সহিংসতা

৫৪. ২০১৭ সালের প্রথম ছয় মাসে ব্যাপক সংখ্যক নারী যৌতুক, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি এবং এসিড আক্রমনের শিকার হয়েছেন।

যৌতুক সহিংসতা

৫৫.জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ১২৮ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এদের মধ্যে ৬৬ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ৫৭ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং ৫ জন আত্মহত্যা করেছেন। এই ১২৮ জনের মধ্যে ৪ জন শিশু বাল্যবিবাহের শিকার যাদের মধ্যে ২ জনকে হত্যা ও অপর ২ জনকে নিপীড়ন করার অভিযোগ রয়েছে।

৫৬.রংপুর জেলার রোকসানা আক্তার আইরিন (২১)[১২১], লক্ষীপুর জেলার ফাতেমাতুজ জোহরা মেঘলা[১২২], শরীয়তপুর জেলার খাদিজা আক্তার বৃষ্টি[১২৩], সাতক্ষীরা জেলার মুনিয়া ইয়াসমিন টুম্পা (২০)[১২৪], নোয়াখালী জেলার কোহিনুর বেগম, ময়মনসিংহ জেলার খালেদা আক্তারকে যৌতুকের টাকা অথবা মালামাল দিতে না পারায় তাঁদেরকে স্বামী ও শ্বশুড়বাড়ির লোকজন হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া চুয়াডাঙ্গা জেলার রজনী খাতুন বরিশাল জেলার সুরভী আক্তার, যশোর জেলার খুকুমনি, বরগুনা জেলার আইরিন আক্তার যৌতুকের কারনে চলমান নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন।[১২৫]

ধর্ষণ

৫৭.জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে মোট ৩৭১ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১০৫ জন নারী, ২৬৩ জন মেয়ে শিশু এবং ৩ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ১০৫ জন নারীর মধ্যে

[১১৮] যুবলীগ নেতার মৃত্যুর জের:লংগদুতে পাহাড়িদের বাড়িঘরে হামলা অগ্নিসংযোগ/ যুগান্তর ৩ জুন ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/06/03/129489/

[১১৯] স্থানীয় যুবলীগ নেতার মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভ: রাঙামাটির লংগদুতে ১৪৪ ধারা, ২০০ বাড়িতে আগুন/ প্রথম আলো ৩ জুন ২০১৭/ http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1203271/

[১২০] ঈশ্বরগঞ্জে আহমদিয়া মসজিদে হামলা: মোস্তাফিজুরের অবস্থা আশঙ্কাজনক/ প্রথম আলো ১০ মে ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1175556/

[১২১] **রংপুরযৌতুকের জন্য স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যা**/ নয়াদিগন্ত ৫ জানুয়ারি ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/184567

[১২২] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১২৩] শরীয়তপুরে গৃহবধূকে শ্বাসরোধে হত্যা/ মানবজমিন ৬ মার্চ ২০১৭/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=56195&cat=9

[১২৪] সাতীরায় যৌতুকের দাবিতে গৃহবধূকে পিটিয়ে হত্যা/ নয়াদিগন্ত ৯ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/210640

[১২৫] অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য

৯ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে, ৩৬ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন। ২৬৩ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৮ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে, ৫৩ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জন মেয়ে শিশু আত্মহত্যা করেছেন। এই সময়কালে ৪৮ জন নারী ও মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫৮. ধর্ষণের মতো মারাত্মক অপরাধ সমাজে ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি এবং সামাজিকভাবে হেয় হবার ভয়ে ধর্ষণের শিকার ভিকটিমরা ও তাঁদের পরিবারগুলো ধর্ষণের বিষয়টি গোপন করে অথবা প্রকাশ করলেও বিচার পাননা।[১২৬]

যৌন হয়রানি (বখাটেদের দ্বারা উত্যক্তকরন)

৫৯. জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে মোট ১২৪ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ৫ জন আত্মহত্যা করেছেন, ১ জন নিহত, ২৪ জন আহত, ২০ জন লাঞ্ছিত, ১ জন অপহৃত ও ৭৩ জন বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে বা তাদের পরিবারের সদস্যদের আক্রমণে ৫ জন পুরুষ নিহত হয়েছেন। এছাড়াও ৩৯ জন পুরুষ ও ১০ জন নারী আহত হয়েছেন।

৬০. বখাটেদের দ্বারা যৌন হয়রানীর শিকার হয়ে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী শিপন আক্তার[১২৭], ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী তানিয়া আক্তার (১৫)[১২৮], কলেজ ছাত্রী আরিফা বেগম[১২৯] এবং একজন গৃহবধু (২০)[১৩০] আত্মহত্যা করেছে। রিমা খাতুন[১৩১] নামে এক ৭ম শ্রেণীর ছাত্রীকে মুখে বিষ ঢেলে হত্যা করেছে দুবৃর্ত্তরা। এই সময় যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে যেয়ে বখাটে কর্তৃক হৃদয় গাজী[১৩২] ও শ্যামল চন্দ[১৩৩] নামের দুইজন ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

এসিড সহিংসতা

৬১. জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ৩০ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ২১ জন নারী, ৪ জন পুরুষ এবং ৫ জন বালিকা।

৬২. ঢাকা মহানগরের নাখালপাড়া এলাকায় আকলিমা আক্তার (৩৮)[১৩৪], গাজীপুরের নাসরিন[১৩৫] ও পাবনা জেলার ইসলামপুরের স্কুলছাত্রী সাদিয়া আক্তার প্রিয়াকে (১৫)[১৩৬] পারিবারিক বিরোধের জের ধরে এসিড ছুড়ে মারে তাঁদের স্বামীরা। খুলনা মহানগরীর রায়ের মহল এলাকায় জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে আব্দুল্লাহ নামে এক

---

[১২৬] নীতিগত কারণে অধিকার ধর্ষণের শিকার ভিকটিমদের নাম প্রকাশ করে না।
[১২৭] সাটুরিয়ায় উত্যক্তের বিচার না পেয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা/ যুগান্তর ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/02/17/101738/
[১২৮] সুনামগঞ্জে উত্যক্তের জেরে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যার অভিযোগ/ প্রথম আলো ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1086463/
[১২৯] সহপাঠীর উত্যক্তের জেরে মাটিরাঙ্গায় ছাত্রীর আত্মহত্যা/ যুগান্তর ৯ মার্চ ২০১৭/ http://www.jugantor.com/news/2017/03/09/107344/
[১৩০] Housewife commits suicide over sexual harassment / ঢাকা ট্রিবিউন ৪ মে ২০১৭/ http://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2017/05/04/housewife-commits-suicide-sexual-harassment/
[১৩১] বখাটের বিষে নিভে গেল রিমার জীবন প্রদীপ/ মানবজমিন ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=54143&cat=3/
[১৩২] PROTEST AGAINST STALKING:Stalkers hack Barisal schoolboy to death/নিউএজ ২৯ জানুয়ারী ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/8032/stalkers-hack-barisal-schoolboy-to-death
[১৩৩] নওগাঁ পলিটেকনিক: সহপাঠীকে উত্যক্তের প্রতিবাদ করায় ছাত্র খুন, গ্রেপ্তার ৩/ প্রথম আলো ১৩ মার্চ ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1106158/
[১৩৪] আজ মানববন্ধন: অ্যাসিডদগ্ধ আকলিমার অবস্থা আশঙ্কাজনক/ প্রথম আলো ১৫ জানুয়ারি ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1059953/
[১৩৫] অ্যাসিড–দগ্ধ নাছরিনের আকুতি: আমি বাঁচতে চাই/ প্রথম আলো ১১ মে ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1176659/
[১৩৬] পাবনায় স্কুলছাত্রীকে এসিডে ঝলসে দিয়েছে স্বামী/ যুগান্তর ৬ জুন ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/06/06/130315/

ব্যক্তি তার ঘরের জানালা দিয়ে পারভীন ইসলাম (৪৫) ও সালেহা সুলতানা (২৮) নামে দুইজন নারীর ওপর এসিড ছুঁড়ে মারে।[১৩৭]

ঞ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

৬৩. বর্তমান সরকার *অধিকার* এর ওপর হয়রানি অব্যাহত রেখেছে। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে এর ওপর হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ওপর *অধিকার* প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)'র সদস্যরা তুলে নিয়ে যেয়ে পরবর্তীতে আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। আদিলুর এবং এলানকে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন আটক রাখা হয়। *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত আছে।

৬৪. এরই মধ্যে মানবাধিকার কর্মী যাঁরা দেশের বর্তমান নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা হয়রানীর সম্মুখিন হচ্ছেন। তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে ২০১৬ সালে *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মী আফজাল হোসেন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন[১৩৮] এবং ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল ক্ষমতাসীন দলের নেতা শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরু'র গুলিতে নিহত হন।[১৩৯] মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে সোচ্চার ভূমিকা পালনের জন্য মিথ্যা মামলা দিয়ে *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুষ্টিয়ার মানবাধিকার কর্মী হাসান আলী ও আসলাম আলী ২০ দিন কুষ্টিয়া জেলে এবং *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সীগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী শেখ মোহাম্মদ রতনকে ২১ দিন মুন্সিগঞ্জ জেলে আটক রাখা হয়।

৬৫. *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য তিন বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণেই তাঁরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও কাজ করে চলেছেন।

ট. ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি

৬৬. বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি অব্যাহত আছে। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে ভারত সরকার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা রাখে এবং ২০১৪ সালের ৫

[১৩৭] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১৩৮] বিস্তারিত জানতে অধিকারের মার্চ ২০১৬ এর মানবাধিকার রিপোর্ট দেখুন/ www.odhikar.org/**মানবাধিকার-প্রতিবেদন-১-৩**

[১৩৯] বিস্তারিত জানতে অধিকারের ফেব্রুয়ারি ২০১৭ এর মানবাধিকার রিপোর্ট দেখুন/ www.odhikar.org/**মানবাধিকার-প্রতিবেদনঃ-ফে**

জানুয়ারি'র মতো অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত নির্বাচনে ব্যাপকভাবে সমর্থন দেয়।[১৪০] এই নির্বাচনে জনগন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। ভারত সরকার বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। ভারত সরকার প্রায় বিনা খরচে (পণ্য পরিবহনে প্রতি টনে ১৯২ টাকা ২২ পয়সা হারে মাশুল ধার্য করা হয়েছে) সংশোধিত প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি) চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিচ্ছে। কোনো প্রকার দরপত্র ছাড়াই ভারতীয় বহুজাতিক কোম্পানি রিলায়েন্স গ্রুপ তরল প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিক ৭৫০ মেগাওয়াটের একটি পাওয়ার প্লান্ট নারায়নগঞ্জের মেঘনাঘাটে স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।[১৪১] ভারত বাংলাদেশকে শুষ্ক মৌসুমে পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে এবং বর্ষা মৌসুমে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো খুলে দিয়ে কৃত্রিমভাবে বাংলাদেশে বন্যার সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করছে।[১৪২] আবার রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণ বৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ ঘটাচ্ছে ও আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।[১৪৩] রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র[১৪৪] নিয়ে নেদারল্যান্ডসভিত্তিক আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠন গ্রিনপিসের কয়লা ও বায়ুদূষণ বিশেষজ্ঞ লরি মাইলিভিরতার এক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হলে তা বাংলাদেশের বায়ুদূষণের বৃহত্তম উৎস হবে। কয়লাভিত্তিক এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের দূষণের কবলে পড়ে বছরে দেড়'শ মানুষের মৃত্যু হবে। বছরে ৬০০ শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মাবে।[১৪৫] এছাড়া সীমান্তের শূন্য রেখা থেকে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[১৪৬] আগের বছরগুলোর মতই ২০১৭ সালের প্রথম ছয় মাসে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ সীমান্তে নির্বিচারে বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্যাতন ও হত্যা করছে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অনুনোমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তবে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার কথা।[১৪৭] কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ভারত দীর্ঘদিন ধরে ওই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রম করলে তাঁকে নির্যাতন করছে বা গুলি করে হত্যা করছে, এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ করে হত্যা, নির্যাতন ও লুটপাট করছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এছাড়াও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে লালমনিরহাট জেলার মোগলহাট সীমান্তে নদী ভাঙ্গনের কবল থেকে

---

[১৪০] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা এখন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে প্রধান বিরোধী দলেও আছেন। www.dw.com/bn/নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে/a-17271479

[১৪১] অধিকারএর মে মাসের মাসিক প্রতিবেদন/ www.odhikar.org/মানবাধিকার-প্রতিবেদন-ম-2/

[১৪২] উজান-ভাটি-দুদিকেই-ক্ষতি-করছে-ফারাক্কা-বাঁধ/ বিবিসি, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬/ http://www.bbc.com/bengali/news-37244367

[১৪৩] Unesco calls for shelving Rampal project / প্রথম আলো, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬, http://en.prothom-alo.com/environment/news/122299/Unesco-calls-for-shelving-Rampal-project

[১৪৪] ২০১৬ সালের ১২ জুলাই বহুল আলোচিত পৃথিবীর অন্যতম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের কাছে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ চুক্তি ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন 'বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড' (বিআইএফপিসিএল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক উজ্জ্বল কান্তি ভট্টাচার্য ও নির্মাণ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান 'ভারত হেভি ইলেকট্রিক লিমিটড' (বিএইচইএল বা ভেল) এর মহাব্যবস্থাপক প্রেম পাল যাদব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানী বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক এলাহী চৌধুরী, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, বিদ্যুৎ সচিব মনোয়ার ইসলাম, ভারতের বিদ্যুৎ সচিব প্রদীপ কুমার পূজারী, বাংলাদেশে ভারতের হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রতিবাদে পরিবেশবাদী এবং মানবাধিকার কর্মীরা আন্দোলন করছেন। তা সত্ত্বেও সরকার এই প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে অনড় রয়েছে। www.jugantor.com/last-page/2016/07/13/44589/

[১৪৫] রামপালের দূষণে বছরে মারা যাবে দেড়শ মানুষ/ প্রথম আলো ৬ মে ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-05-06/20

[১৪৬] বিএসএফের প্রস্তাবে বিজিবির সম্মতি, সীমান্তে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেবে ভারত/ প্রথম আলো ৫ অক্টোবর ২০১৬/ www.prothom-alo.com/international/article/994375/

[১৪৭] BSF kills 2 more Bangladeshis in borders /Newage, 24 September 2016/ http://archive.newagebd.net/253126/bsf-kills-2-bangladeshis-borders/

রক্ষায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ধরলা নদীর তীর সংরক্ষনের নির্মাণকাজ[১৪৮] ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ বন্ধ করে দিয়েছে।[১৪৯]

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন

৬৭. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে বিএসএফ ১০ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। এঁদের মধ্যে ৭ জনকে গুলিতে, ১ জনকে নির্যাতন করে, ১ জনকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়েছে ও বিএসএফ এর ধাওয়া খেয়ে পদ্মা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ১ জন মারা যান। এছাড়া ২৪ জন বাংলাদেশীকে বিএসএফ আহত করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ৫ জন বিএসএফ'র গুলিতে, ১০ জন নির্যাতনে, ৬ জন পাথর নিক্ষেপের কারণে এবং ৩ জন সাউন্ড গ্রেণেড বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন। এই সময়ে বিএসএফ কর্তৃক অপহৃত হন ১৪ জন বাংলাদেশী।

৬৮. ৭ জানুয়ারি চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুরহুদা উপজেলার চাকুলিয়া সীমান্তে বকুল মণ্ডল, ১০ ফেব্রুয়ারি কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার দাঁতভাঙ্গা সীমান্তে গরু ব্যবসায়ী টুলু মিয়া (৬০), ১৩ ফেব্রুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায় ওয়াহেদপুর সীমান্তে গরু ব্যবসায়ী মাসুদ রানা (২২), ২১ এপ্রিল চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট উপজেলার গিলবাড়ি সীমান্তে গরু ব্যবসায়ী সাইদুল ইসলাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলার রোকনপুর সীমান্তে শাহালাল নামে এক যুবক ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ সদস্যদের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়ে বা গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।[১৫০] ২০ জুন ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার খোসালপুরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)এর সদস্যদের গুলিতে সোহেল রানা (১৭) ও হারুন অর রশীদ (১৫) নামে দুই জন স্কুল ছাত্র নিহত হয়।[১৫১]এছাড়া ২৫ মার্চ ২০১৭ চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার কিরণগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের ভূখন্ডের ভেতরে ঢুকে গ্রামবাসীর ওপর হামলা চালায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।[১৫২]

সুপারিশসমূহ

১. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার সঙ্গে জড়িতদের বিচার করতে হবে। অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ সরকার অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং অকার্যকর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে হবে।

২. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। গুমকে অপরাধ হিসেব গণ্য করে জাতীয় আইনে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সরকারকে অবশ্যই জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। *অধিকার*

[১৪৮] অধিকারএর মে মাসের মাসিক প্রতিবেদন/ www.odhikar.org/মানবাধিকার-প্রতিবেদন-ম-2/

[১৪৯] **বিএসএফের বাধার মুখে বন্ধ লালমনিরহাটে ধরলা নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ** নয়াদিগন্ত ১৮ মে ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/220757

[১৫০] অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য

[১৫১] 2 Bangladeshi teens killed in BSF firing / নিউ এজ, ২১ জুন ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/18221/2 এবং অধিকার এর সঙ্গে সঙশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১৫২] **শিবগঞ্জ সীমান্তবর্তী গ্রামে ঢুকে হামলা বিএসএফের: নারী, শিশুসহ ১২ জন আহত**/ কালের কণ্ঠ, ২৬ মার্চ ২০১৭/ http://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2017/03/26/478894

অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার দাবী জানাচ্ছে।

৩. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। সেই সঙ্গে তাদেরও বিচার করতে হবে যারা হয়রানী এবং চাঁদাবাজির সঙ্গে যুক্ত।

৪. আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতালম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।

৬. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকসহ সমস্ত মানবাধিকার কর্মীর বিরুদ্ধে দায়ের করা সবগুলো মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

৭. নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহতকারী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর নজরদারী বন্ধ করতে হবে।

৮. সরকারকে বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে।

৯. তৈরি পোশাক শিল্প এবং অন্যান্য শিল্প কারখানার শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে, শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা দিতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে। তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে।

১০. 'চরমপন্থিদের' বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল অভিযান স্বচ্ছ হতে হবে এবং এই সব অভিযানে নিহত নারী ও শিশুদের মৃত্যুর ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে।

১১. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ভাষা, ধর্ম বিশ্বাস বা জাতিগত কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

১২. নারীর প্রতি সহিংসতা সংশ্লিষ্ট ময়নাতদন্ত রিপোর্টগুলোকে সব ধরনের চাপ ও প্রভাব মুক্তভাবে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং নারীর ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৩. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় করতে হবে।

১৪. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরনার্থীদের পূর্নবাসনের ব্রবস্থা করতে এবং গণহত্রা ও জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৫. পরিবেশ ও মানবিক বিপর্যয় রুখতে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মান কাজ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

১৬. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিম পরিবারগুলোকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ভারতকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন মেনে চলতে হবে।